



বাংলা ব্যাকরণ

- ➔ সারাংশ / সারমর্ম: বিগত বিসিএস প্রশ্ন
- ➔ সারাংশ / সারমর্ম
- ➔ ভাবসম্প্রসারণ: বিগত বিসিএস প্রশ্ন
- ➔ ভাবসম্প্রসারণ

বিগত বিসিএস প্রশ্ন সমাধানসহ সারাংশ/সারমর্ম

পদ্যাংশ

০১

৩৮তম বিসিএস

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহুদেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া,
ঘর হতে শধু দুই পা ফেলিয়া
একটি শিশির বিন্দু।

সারমর্ম: প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে এবং যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে মানুষ দূর-দূরান্তের সৌন্দর্য দেখতে ছুটে যায়। কিন্তু ঘরের কাছে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যটুকু দেখা হয় না বলে সে দেখা পূর্ণতা পায় না।

০২

৩৭তম বিসিএস

‘বরং নিজেই তুমি লেখনাকো একটি কবিতা-’
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়- সে যে আবৃত্ত ভণিতা:
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্যটীকা, কালি আর কলমের ‘পর
ব’সে আছে সিংহাসনে-কবি নয়-অজর, অক্ষর
অধ্যাপক; দাঁত নেই-চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে-আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সৈক
চেয়েছিলো-হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

সারমর্ম: মানব জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। দুঃখ-তরঙ্গের মাঝে বা প্রতিকূল পরিবেশের ঘনঘটনায়ও জীবন প্রবহমান। স্মরণীয় ব্যক্তিদের কর্মফল অনুসন্ধান করে সামান্য যা কিছু পাওয়া যায় তা দুঃখ-ভারাক্রান্ত মানব মনে প্রশান্তির বার্তা নিয়ে আসে।

০৩

৩৬তম বিসিএস

হে চিরদীপ্ত, সুপ্তি ভাঙা ও
জাগার গানে
তোমার শিখাটি উঠুক জ্বলিয়া
সবার প্রাণে।
ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা
তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা
আলোর ধ্যানে।

সারমর্ম: আলোকিত মানুষের মহান দায়িত্ব সকলকে নবচেতনায় উজ্জীবিত করা। সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য যখন চারধার থেকে কালো আঁধার ছেয়ে আসে, স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে যখন মানবতা বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য দৃষ্ট বলিষ্ঠতায় বিশ্ববাসীকে উজ্জীবিত করার দায়িত্ব আলোকিত মানুষদের।

০৪

৩৫তম বিসিএস

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে-
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম ‘সুন্দর’-
সুন্দর হল সে।

সারমর্ম: পৃথিবীতে সত্য ও সুন্দর মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষের চোখেই পান্না সবুজ, চুনি লাল। মানুষই ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করেছে। মানুষই স্রষ্টার সৃষ্টিকে মহিমাম্বিত করেছে।

০৫

৩৪তম বিসিএস

হে চিরদীপ্ত, সুপ্তি ভাসাও
জাগার গানে;
তোমার শিখাটি উঠুক জুলিয়া
সবার প্রাণে।
ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা,
আঁধারে ধরণী হারায়েছে দিশা।
তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা
আলোর ধ্যানে!
ধ্বংস তিলক আঁকে চক্রীর
বিশ্ব-ভালে।
হৃদয় ধর্ম বাঁধা পড়িয়াছে
স্বার্থ-জালে।

সারমর্ম: বিধাতার গুণাবলির অংশকে ধারণ করে আমরা পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে পারি। পরিপার্শ্ব এখন অন্যায় ও অশুভ শক্তিতে ভরে গিয়াছে। প্রেম ও পবিত্রের আলোয় পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলা সম্ভব।

০৬

৩৪তম বিসিএস

নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো।
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে
নিন্দুক সে তো ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে
সাধকজনে বিস্তারিতে তার মত কে জানে?

সারমর্ম: নিন্দা ও সমালোচনা জীবনগঠনের বড় অবলম্বন হতে পারে। সুসময়ের বন্ধুরা দুখের দিনে, বিপদের সময় নাও থাকতে পারে। কিন্তু নিন্দুক অসৎ উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ পিছনে লেগে থাকে বলে আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

০৭

৩৩তম বিসিএস

একদা ছিল না জুতা চরণযুগলে
দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি সেথা একজন পদ নাহি তার
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ।

সারমর্ম: মানুষ সর্বদাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু অপরের সীমাবদ্ধতার দিকে তাকালে নিজের অনেক অপূর্ণতার খেদ দূর হতে পারে। অন্যের দুঃখ দেখলে প্রায়শ নিজের দুঃখ লোপ পায়।

০৮

৩২তম বিসিএস

সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসার গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কত মানুষের রবে না বিচ্ছেদ-
সর্বত্র মৈত্রী ভাব করিবে বিরাজ।
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত
মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিকে প্রেমের প্রভাত
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহারদের বাণী।

সারমর্ম: মানুষ মানুষে সৌহারদের মধ্যেই মনুষ্যত্বের বাণী আন্তর্লীন রয়েছে। আত্ম-পর ভেদ ভুলে সবাইকে ভালোবাসার মধ্যেই নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যুদ্ধ-সংঘাত ভুলে এবার নতুন পৃথিবী গড়তে হবে।

০৯

৩২তম বিসিএস

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর।
অর্ধের তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি।
অর্ধেক তার আনিয়ছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হয়ে-জ্ঞান?
তারে বল, আদি পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।
অথবা পাপ যে..... শয়তান যে..... নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তার সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ, রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।

সারমর্ম: সৃষ্টি ও সভ্যতার সমান অংশীদার নর ও নারী উভয়ের। নারীকে 'আদিপাপ' ভাবার কারণ নেই; এই পাপ নারী ও পুরুষে সমানভাবে বিদ্যমান। বিশ্বের কোমলতা ও সৌন্দর্যে নারীর অবদান প্রধান।

১০

৩১তম বিসিএস

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জনিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বাধণা।
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্যে লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

সারমর্ম : জনোর পর বেড়ে উঠতে উঠতে মানুষ বুঝতে শেখে- এ পৃথিবী এক কঠিন সত্যের জগৎ। ‘সত্য’ কঠিন হলেও প্রজ্ঞাবানরা তারই সন্ধান করেন। সত্যকে লাভ করার জন্য চলে আমৃত্যু তপস্যা এবং এই প্রাপ্তির দেনা পরিশোধ করা হয় নিজের জীবন দিয়ে।

১১

৩০তম বিসিএস

হে মহাবীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-বাক্যের মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা-
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:
পূর্ণিম-চাঁদ যেন বলসানো রুটি।

সারমর্ম : এই জীবন এক কঠিন গদ্যের আঁধার। কবিতার স্নিগ্ধতা দিয়ে জীবনের নিদারুণ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দরকার স্বচ্ছ ও বাস্তব-কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি।

১২

২৯তম বিসিএস

নমি আমি প্রতি জনে, আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,
কর্ম, চর্মকার!
অদ্রিতলে শিখণ্ড-দৃষ্টি অগোচরে,
বহ অদ্রিভার!
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছে নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্রে বরণ্য তুমি শরণ্য এককে-
আত্মার আত্মীয়।

সারমর্ম : সভ্যতা গড়ে ওঠার পিছনে অবদান থাকে সকলের। বৃহৎ রাজা-প্রভু থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পেশাশীলী-ক্রীতদাস-সকলের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে আধুনিক পৃথিবী। ক্ষুদ্রের সম্মিলনেই বৃহত্তের প্রকাশ ঘটে।

১৩

২৮তম বিসিএস

রাঙা পথের ভাঙ্গন ব্রতী অগ্রপথিক দল।
নামবে ধূল্য-বর্তমানের মর্ত্যপানে চল।
ভবিষ্যতের স্বর্গ লাগি’
শূণ্যে চেয়ে আছিস জাগি;
অতীতকালের রত্ন মাগি’
নামলি রসাতলে।
অন্ধ মাতাল। শূণ্য পাতাল হাতালি নিষ্ফল।
ভোলরে চির পুরাতনের সনাতনের বোল।
আদিম যুগের পুঁথির বাণী আজো কি তুই চলবি মানি?
কালের বুড়ো টানছে ঘানি? তুই সে বাধঁন খোল।
অভিজাতের পানসে বিলাস-দুঃখের তাপস ভোল।

সারমর্ম : নতুন পৃথিবী গড়ার জন্য অতীত সংস্কারকে ভুলতে হবে। তরুণদেরকে ভাঙতে হবে সনাতন চিন্তাধারা ও প্রথাকে; দুঃখকে বরণ করে নিতে হবে। অতীতের পিছুটান নইলে এগোতে দেবে না আমাদেরকে।

১৪

২৭তম বিসিএস

এদূর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীন প্রাণ দুর্বলের এ পাষণ্ড ভার,
এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধুলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম অবনতি, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য মর্যাদাগর্ব বিষপরিহার
এ বৃহৎ লজ্জা রাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল প্রভাবে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

সারমর্ম : আমরা দুর্ভাগা দেশের দুর্ভাগা জাতি। আত্মগ্লানি আর অবমাননার নিষ্পেষণে আমরা নিজেদেরকে অন্যের কোন দাস মনে করি। এখন সময় এসেছে মাথা তুলে দাঁড়ানোর-নতুন প্রত্যয়ে বলীয়ান হওয়ার।

১৫

২৫তম বিসিএস

জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ-পিঠে

চলে যেতে হবে আমাদের
চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম : এই পৃথিবীকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই। আমাদেরকে চলে যেতে হবে সত্য; কিন্তু যাওয়ার আগে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত সুন্দর পৃথিবী গড়ার।

১৬

২৪তম বিসিএস

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
রয়ে গেল অগোচরে, বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ

সারমর্ম : এই বিশাল পৃথিবীর কতটুকুই আর জান হল। শত চেষ্টা করেও সৃষ্টিজগৎ আর কীর্তিগাথার অতি অল্পই আমরা জানতে পারি। বিশাল বিশ্বজগতের তুলনায় এক-একটি মানুষ অতি ক্ষুদ্র জীবসত্তা মাত্র।

১৭

২২তম বিসিএস

আমাদের একরাতি উঠোনের কোণে
উড়ে-আসা চৈত্রের পাতায়
পাণ্ডুলিপি বই ছেঁড়া মলিন খাতায়
গ্রীষ্মের দুপুরে ঢকঢক
জল-খাওয়া কুঁজোয় গেলাশে, শীত ঠকঠক
রাত্রির নরম লেপে দুঃখ তার বোনে নাম অবিরাম।

সারমর্ম : দুঃখবাদী মন সবকিছুর মধ্যেই দুঃখ খুঁজে পায়। দুঃখভরক্ৰান্ত মনে তুচ্ছ তুচ্ছ উপাদান-অনুষঙ্গও মলিন হয়ে দেখা দেয়; সর্বত্র মনে হয় দুঃখের স্পর্শ রয়েছে।

১৮

২১তম বিসিএস

পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নতুন নতুন কত গড়ে ইতিহাস
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুটকত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!
শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দৌহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী শ্রোতে

কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

সারমর্ম : পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটছে এবং নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এসব সংঘাত ও ধ্বংসের মাঝেও সভ্যতার শ্রোত তার নিজস্ব গতিতে চলছে। সভ্যতার অগ্রগতিতে আমরা যেমন উপকৃত হচ্ছি তেমন আবার দূষিতও করছি পৃথিবীকে। তারপরও সময়ের বিবর্তনে পুরাতন সভ্যতা বিলীন হচ্ছে; আর নতুন সভ্যতা গড়ে উঠছে।

১৯

২০তম বিসিএস

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্তে নিঃশেষ কাল, তুচ্ছপরিমাণ,
পড়ে যুগ যুগান্তর অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ক্রটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণর দান, ল্লেহপূর্ণ বাণী,
এ ধরায় স্বর্গ শোভা নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম : ক্ষুদ্রতার সম্মিলনেই বৃহত্তর প্রকাশ ঘটে। ছোট ছোট অপরাধ থেকেই মানুষ বড় অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়। বিপরীতক্রমে ক্ষুদ্র ভালোবাসা ও ল্লেহ-বিন্দুর সমন্বয়ে সুন্দর পৃথিবী গড়ে ওঠে।

২০

১৮তম বিসিএস

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কন্টক-মুকুট, শোভা। দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দূরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার;
বাণী মোর শাণে তব হলো তরবার।

সারমর্ম : দারিদ্র্য যদিও নির্মম ও দুঃসহ কিন্তু এই দারিদ্র্যই মানুষকে মুক্ত, স্বাধীন ও মহান করে তোলে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে করে তোলে উদার; সব বাধাবিল্লকে অগ্রিক্রম করার সাহস ও শক্তি যোগায়। দারিদ্র্য দেয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি, ক্ষুরধার বাণী ও মুক্ত দৃষ্টি।

২১

১৮তম বিসিএস

আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ

ভাল কথা ।
কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন
মশা মাছি সাপ বাঘ তড়িয়ে
ইস্পাতের শহর বসছে-
আমরা সত্যি খুশি হচ্ছি ।
কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছি না যখন দেখছি
যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
যার ভাত আছে তার হাত নেই ।

২২

১৭তম বিসিএস

অঙ্কুরিত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাহাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার
আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপারামর্শ ছাড়া ।
যাদের গভীর আস্থা আছে মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য ও রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয় ।

সারমর্ম : পৃথিবী আজ সংকটাপন্ন । নির্দয় ও নির্বোধ লোকদের
দ্বারা বর্তমানে পৃথিবী পরিচালিত হচ্ছে । অন্যদিকে মহৎ ও
আদর্শবান ব্যক্তিগণ হচ্ছেন নিগৃহীত ।

২৩

১৭তম বিসিএস

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেক
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী ।
বাজারে বিকায় ফল তন্দুল;
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই -তো সুখা ।

সারমর্ম : মানবজীবনে দৈহিক চাহিদার পাশাপাশি আত্মিক চাহিদার
গুরুত্বও অপরিহার্য । কেবল ক্ষুধাপিপাসার নিবৃত্তিই জীবনের মোক্ষ
নয় । সৌন্দর্য-চর্চা মানবজীবনেরই একটি অংশ । তাই দৈহিক চাহিদার
পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মিক চাহিদাও পূরণ করা উচিত ।

২৪

১৫তম বিসিএস

আশা হলনে ভুলি কি ফল লভিনু হয়,

তাই ভাবি মনে ।
জীবন- প্রবাহ বহি কাল-সিদ্ধ পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়হীন,
হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায় !

সারমর্ম : মানবজীবন নদীর মতোই গতিশীল । প্রতিটি মুহূর্তকে
জীবনের পর্যায় অনুসারে কাজে লাগাতে পারলে সার্থকতা অর্জন
করা সম্ভব । কিন্তু আশার ছলনায় ভুলে গড়লিকা প্রবাহে চলতে
থাকলে জীবনের অভিজ্ঞ লক্ষ্য ব্যাহত হয় । তখন জীবনে নেমে
আসে দুর্বিসহ যন্ত্রণা ও হতাশা ।

২৫

১৩তম বিসিএস

আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ।
কণ্ট আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা,
অমবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তরে
তাই তো তোমার শুধু অশ্রুজলে-
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি ভেসেছ ভালো?

সারমর্ম : সুন্দর পৃথিবী আজ কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে । লোভ-
লালসা আর মোহের ইন্দ্রজালে তরুণ-প্রজন্মও আজ দিশেহারা ।
পৃথিবীকে যারা অসুন্দর ও কঠিন করে তুলেছে, তাদের কেউই
সৃষ্টিকর্তার আমোঘ নিয়তি থেকে ক্ষমা পাবে না ।

২৬

১০তম বিসিএস

দেখিলাম এ কালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু, সর্বাস্থে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ । একদিকে স্পর্ধিত ত্রুরতা,
মত্তলার নির্লজ্জ হংকার, অন্যদিকে ভীরুতার,
দ্বিধাহ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গীয় ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল- সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন-অন্তে ক্ষীণ স্বরে তখনই জানাই নিরাপদ নীরব
নশ্বতা ।

সারমর্ম : অত্যাচারী আর লোভী মানুষের কার্যকলাপে পৃথিবী
বর্তমানে কদর্য রূপ ধারণ করেছে । এই ত্রুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
করার মতো কণ্ঠও আজ ক্ষীণ । প্রত্যেকে নিজের অস্তিত্বের খাতিরে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেও ভয় পায় ।

গদ্যাংশ

০১

৩৮তম বিসিএস

আজকের দুনিয়াটা অশ্চর্যজনকভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাওয়ার নেশায় লক্ষ্যহীন। প্রচণ্ড বেগে শব্দ আত্মবিকারের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে তবে ‘মনুষ্যত্ব’ কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশের সম্ভাবনা যে অনিবার্য, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

সারাংশ : বর্তমান পৃথিবীতে অর্থ-বিত্তের গুরুত্ব বেশি বলে মানুষ নেশাগ্রস্তের মতো অর্থের পিছনে ছুটছে। ফলে মানবসমাজ এক চরম অধোগতির মুখে এসে ঠেকেছে। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ এখনই খুঁজতে হবে।

০২

৩৭তম বিসিএস

ধর্মের মতো মতবাদও মনের জগতে লেফট-রাইট করতে শেখায়। ধার্মিকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ভয় আর পুরস্কারের লোভ। সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনে ও-সবের বালাই নেই। তারা সব কিছু করে ভালোবাসার তাগিদে। সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা-বিনা লাভের আশায় ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা-এরই নাম সংস্কৃতি। তাই ধার্মিকের পুরস্কারটি পায় হাতে হাতে। কেননা, কাজটি তার ভালোবাসার অভিব্যক্তি বলে তার আনন্দ, আর আনন্দই তার পুরস্কার। সে তার নিজের স্বর্গটি নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। বাইরের স্বর্গের জন্য তাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয় না।

সারাংশ : ধার্মিক ও সংস্কৃতিবান মানুষের জীবন দুটি ভিন্ন ধারায়। সত্য, সুন্দর, ভালোবাসা দিয়েই পৃথিবীকে জয় করা সম্ভব। অপরদিকে ধার্মিকেরা পরকালের পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করে। সংস্কৃতিবান মানুষের স্বর্গ পৃথিবীতে রয়েছে আর ধার্মিকের স্বর্গ পৃথিবীর বাইরে অবস্থিত।

০৩

৩৬তম বিসিএস

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকেও বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষ সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার, জাতিগত অহংকার-এ সবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ।

সারাংশ : সমাজের কাজ হলো অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি, মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি করা। কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনাহীন স্বার্থপর অহংকারীরা এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। তারা কখনো কখনো মুখে মানবপ্রেমের কথা বললেও তাদের তথাকথিত সে সহানুভূতি কোনো কাজে আসে না।

০৪

৩৫তম বিসিএস

প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান। কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জ্বলন্ত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্বরণ হলে কাল বা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে দেখতে পায়; তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ঐ অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়ে ছিল।

সারাংশ : প্রীতির পরশে সবকিছু সজীব হয়ে উঠে। প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের মাঝেই সত্য ও সুন্দরের বসবাস। প্রীতিহীন হৃদয়ে বিরাজ করে বিষণ্ণতা। ভালোবাসায় সিক্ত হৃদয় দ্বারাই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে পরম সত্যকে।

০৫

৩৩তম ও ২৭তম বিসিএস

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘমস্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর অগ্নি

কাল অক্ষরের শৃঙ্খলে কাল চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তর্রতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দখল করিয়া একবার বাহির হইয়া আসে, কালের শঙ্খ-রন্ধে এই নীরব সহস্র বৎসর যদি এককালে চিৎকার দিয়া উঠে, তবে সে বন্ধনমুক্ত উচ্ছাসিত শব্দের শ্রোতে দেশ বিদেশে ভাসিয়া যাইত। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন শত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে জাগ্রত আত্মার আন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে পুরিয়া রাখিবে, অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রের উপর কেবল একখানা বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

সারাংশ : জ্ঞানের মহাসমুদ্র গ্রন্থাগার। ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা লাইব্রেরির পুস্তকরাজিতে বাঁধা প্রড়ে আছে। এ ভাবের বন্যা মানুষের মনোজগতকে জ্ঞান শক্তিতে সমৃদ্ধ করতে পারে। আর গ্রন্থের জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, দেশ থেকে দেশান্তর, কাল থেকে কালান্তর পর্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে।

০৬

৩১তম বিসিএস

যতটুকু আবশ্যিক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যিক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান থাকা আবশ্যিক, নতুবা আমাদের স্বস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অর্থাৎ, যতটুকু মাত্র শিক্ষা আবশ্যিক-তাহারই মধ্যে ছাত্রদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যিক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলেরা ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালকই থাকিয়া যায়।

সারাংশ : আবশ্যিক শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীন-পাঠে আগ্রহী করে তুলতে হবে। সীমায়িত শিক্ষা মনকে উদার করে তুলতে পারে না। কারারুদ্ধ হয়ে থাকা নিশ্চয় মানবজীবনের ধর্ম নয়।

০৭

৩০তম বিসিএস

হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মরামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পাণ্ডিত্য। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুইত্ব মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লার মারামারি, হিন্দু-মুসলমানের মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তালোয়ার কোনদিনই ঠোকাঠুকি বাঁধাবে না। কারণ দুজনই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই এক হাতের ওপর পড়বে না।

সারাংশ : হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিদ্বেষ অপরিণাম-দর্শনের ফল। বাহ্যিক অবয়বের পার্থক্য এক পক্ষকে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু শ্রষ্টা যেহেতু একজনই; তাই ধর্মগত পার্থক্য যাই হোক না কেন- বিভেদ ও সংঘাত কাম্য নয়।

০৮

২৯তম বিসিএস

স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যানিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি, মিথ্যাচারী, সেখানে দ'চারজন সত্যানিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়; দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষ ও জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে-কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।

সারাংশ : স্বাধীনতা অর্জন করার মতো স্বাধীনতা রক্ষা করাও কঠিন কাজ। এজন্য দরকার সত্যানিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি-প্রয়োজনে যারা কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে।

০৯

২৮তম বিসিএস

জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই বলে এ রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয়নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড় জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যে দিন চলে যাবে, সে দিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে। জীবনের যা হয়

একটা অর্থ স্থির করে না নিলে মানুষ জীবন যাপন করতেই পারে না এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। এ কথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য জাতির পক্ষেও তেমন সত্য। দর্শন বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর নাই পরুক, এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই-মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্বনাশের মূল।

সারাংশ : মানুষ জীবন ও জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করে আসেছে অনাদি কাল থেকে। এর সমাধান না হলেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মানুষ চাই জীবনের একটা অর্থ স্থির করে নিতে। সত্যানুসন্ধানের মধ্যেই মানবজীবন সার্থকতা লাভ করে।

১০

২৫ তম বিসিএস

মনুষ্য স্বভাবতই স্বসুখনিরত। সে আপনার বিনা আর কিছু জানে না, আপনার বিনা কিছু বোঝে না, আপনার বই আর কিছুই খবর লইতে অবসর পায় না। এইরূপ আত্মচিন্তা প্রাণীমাত্রেরই অপরিহার্য গতি। ইহা যেমন মনুষ্যে আছে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদিতেও তেমনই বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাহার জীবনশক্তির প্রণোদনা এবং শীত ঝড় যাহার স্বাভাবিক শত্রু, সে ব্রাহ্মণের সকলকে ছাড়িয়ে আগে আপনার ভাবনা না ভাবিয়াই পারে না; আপনার ভাবনা ভুলিয়া গেলে, তাহার জীবনশক্তিই নিরবলম্ব হইয়া প্রিয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃত মহত্ব সেই আপনার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অপরের ভাবনাকেও আপনার করিয়া লয় এবং সময়ে সময়ে, যেন আপনারই উচ্ছ্বাসে আপনি উচ্ছ্বাসিত হইয়া; যেন আপনারই প্রভাবের শ্রোহবেগে আপনি প্রবাহিত হইয়া, পরার্থ আপনাকে অল্প বা অধিক পরিমাণে এবং কদাচিৎ কখনও সর্বতোভাবে বিসর্জন দেয়।

সারাংশ : মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক। অন্য সব প্রাণীর মতো মানুষও নিজের সুখ সন্ধান করে। কিন্তু নিজের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অপরের ভাবনা ভাবার মধ্যেই প্রকৃত মহত্ব বিদ্যমান।

১১

২৪তম বিসিএস

যুগধর্মের সহিত আমাদের পা মিলিয়া চলিতে হইবে, কিন্তু তাহার নিকট অমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে চলিবে না। আমাদের বুঝিতে হইবে-যাহাকে আমরা যুগধর্ম বলি, তাহার অনেকখানি হুজুগ-ধর্মের তাড়নায় ভাসিয়া না গিয়া তাহাকে রোধ করিতে পরিলেই আমাদের মঙ্গল। যাহারা চিন্তাশীল, যাহারা মহাপুরুষ, তাহারা আপন চিন্তা, পৌরুষ ও মহিমা দ্বারা যুগ প্রবাহকে ফিরাইয়া দেন-যুগধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করেন। আর যাহারা দুর্বল ও অপরিণামদর্শী, তাহারা নূতনের প্রথম আঘাতেই পরাজয় স্বীকার করে।

সারাংশ : যুগ-ধর্মের সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে গডডলিকা প্রবাহে গা ভাসালে চলবে না। মহৎ ব্যক্তিগণ যুগের কলঙ্ক-মোচনে অগ্রবর্তী হন। আর অপরিণামদর্শী ও দুর্বল লোকেরা নতুনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে প্রকারান্তরে হুজুগে চলে।

১২

২৩ তম বিসিএস

ধনী ধন লইয়া সকল সময় শান্তি লাভ করিতে পারে না, কিন্তু চরিত্রধনে ধনী ব্যক্তি সততই চিন্তের শান্তিলাভ করিতে পারেন। চরিত্র মানুষের মনুষ্যত্বের উপাদান। সুতরাং চরিত্রই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ-একমাত্র কাম্যবস্তু।

সারাংশ : চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। অর্থ-চিন্তের মাপকাঠিতে চরিত্রকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। চরিত্রবান লোক নির্ধন হয়েও সম্মান লাভ করে থাকেন।

১৩

২২তম বিসিএস

জম্বুরা আহাৰ পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জম্বুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোন হাত নেই, কোনো সায নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করেনি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড় গৌরবের পদ দখল করে বসেছে।

সারাংশ : মানুষ অন্য সব প্রাণী থেকে উৎকৃষ্টতর হয়েছে তার বিদ্রোহী সত্তার জন্য। জন্তুরা সবকিছু সহজে মেনে নেয়; কিন্তু মানুষ সব পরিবর্তনকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না। জীবের ইতিহাসে তাই সে গৌরবের পদ অধিকার করেছে।

১৪

২১তম বিসিএস

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্ম। বস্তুত চরিত্র বললেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নাই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হয় না। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের গৌরবের মূল এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতা প্রিয়-চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশ : মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো চরিত্র। এ চরিত্রগুণের জন্যই একজন মানুষ অন্য মানুষের শ্রদ্ধার যোগ্য হতে পারে। মহাপুরুষগণের গৌরবের মূল শক্তি ছিল উন্নত চরিত্র। শুধু লাম্পটাইনতাই চরিত্র নয়; পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান, ও স্বাধীনতাপ্রিয় এসবের সম্মিলনই চরিত্র।

১৫

২০তম বিসিএস

বার্ধক্য তাহাই-যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা মায়াচ্ছন্ন; নব মানবের অভিনব জয়যাত্রায় যাহারা শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন। শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকওয়াজ করিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল সংস্কারের পাশাশূন্য আঁকড়াইয়া শুধু পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারই-যাহারা নব তরুণদের দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিয়া থাকে। জীর্ণপুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে। ইহাদের ধর্ম বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সবসময়ে বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি-যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহার, যাহার মুক্তি অপরিসীম। গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায় তেজ নির্মেষ, আঘাত-মধাহ্নের মার্তগুপ্রায়; বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন, যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার সাধ, মৃত্যু যাহার মঠিতলে।

সারাংশ : বার্ধক্য বা তারুণ্য নিরূপণের জন্য বয়স কোন সঠিক মাপকাঠি নয়। মিথ্যা, বার্ধক্য ও জীর্ণতাকে কেবল বার্ধক্যই আঁকড়ে ধরে রাখে, তারুণ্য নয়। যারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন; মিথ্যা ও প্রচীনত্বে যারা আচ্ছন্ন, তারাই বৃদ্ধ-তারা যে বয়সেরই হোক না কেন। আর যারা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, মানুষের নতুন যাত্রার অগ্রপথিক এবং সৌন্দর্য ও সত্যের পূজারী-তারা বয়সে বৃদ্ধ হলেও তারুণ্যের প্রতিমূর্তি।

১৬

১৫তম বিসিএস

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তাহলে তার মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদিওবা কোনমতে চলে, কিন্তু সে অন্ন প্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিন্তের এ যেন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যকার ভোগ-বিভেদ তার ভেসে যায়- যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব-নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

সারাংশ : জাতির মানন-ধারা নদীর মতই প্রবহমান। এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির চিন্তা ও চেতনার বিনিময়ের মাধ্যমেই পরস্পরকে ঋদ্ধ করা সম্ভব হয়। বৃহৎ জগতে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে মন ও মননে দরিদ্রই থাকতে হবে।

১৭

১৩তম বিসিএস

নব্যযুগের গ্রিসের বিজ্ঞানবল প্লেটোর যুগের এথেন্সের চেয়ে অনেক বেশি। এখন গ্রিসে রেলগাড়ি আছে, সেখানে মটর ছুটছে, স্টিমার ছুটছে, তোপ, কামান-বন্দুক, কলকারখানা সবই আছে; আর প্রাচীন এথেন্সে এসবের কোন চিহ্নই ছিল না। এসব সত্ত্বেও প্লেটোর এথেন্সকে আমরা নবীন গ্রিস অপেক্ষা বেশি সভ্য বলে মনে করি। এর কারণ কি?- এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রাচীন এথেন্সে মানবাত্মার যে বিকাশ হয়েছিল

আজকালকার হিসে তার কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। জীবনের মূল উদ্দেশ্যের সন্ধানে এথেন্স যে বিকাশ দেখিয়েছিল, এখানকার হিসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশের চেষ্টা এথেন্সই করেছিল, এখানকার হিসে সে প্রচেষ্টা নেই।

সারাংশ : জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদিভূমি নামে খ্যাত গ্রিসের এথেন্স এখন নবরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবুও প্লেটোর সমকালীন এথেন্স বর্তমানের এথেন্সের চেয়ে অধিক সভ্য বলে প্রতিয়মান হয়। কেননা জীবনের মূল উদ্দেশ্যের সন্ধানে ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশে প্লেটোর এথেন্স যে ভূমিকা রেখেছিল, বর্তমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রসরমান এথেন্স সে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

১৮

১১তম বিসিএস

এখন দিন গিয়াছে। অন্ধকার হয়ে আসে একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি কেবল একটি বার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়। নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটি বারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না। ‘এই যে’! এই পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়। আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছনে ফিরে তাকালুম; দেখলুম; এই পথটি বহু বিস্মৃতি পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা। যতকাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটি মাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে ঐকেছে, সে একটি রেখা চলছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর এক সোনার সিংহদ্বার।

সারাংশ : মানুষের জীবনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে মানুষ সময়োপযোগী বিভিন্ন পথে সন্ধান খোঁজে। গন্তব্যে পৌঁছার জন্য তাকে সাধনা করতে হয়। গতানুগতিক পথে চললে জীবনের প্রাপ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন সে শত চেষ্টা করলেও পূর্বের জীবন কল্যাণপথে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না। যারা সৎ, নিষ্ঠাবান ও কর্মঠ তারাই প্রকৃত জীবন পথের সন্ধান পায়।



আলোচ্য বিষয়

সারাংশ/সারমর্ম

পদ্যাংশ

০১. কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর? উৎসর্জন করি।
০২. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে ওই আলোতেই নয়ন মেলে মুদব নয়ন শেষে।
০৩. বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।
০৪. পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।
০৫. নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো পূর্ণ হবে ততাহার কৃপা ভরে।
০৬. এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
০৭. সিদ্ধু তীরে খেলে শিশু বালি নিয়ে খেলায় সেই তাহা জানে।
০৮. হে বঙ্গ ভাঙারে তব বিবিধ রতন ভুলি কমল-কানন!
০৯. যত চাও তত লও তরণী-পরে নিয়ে গেল সোনার তরী।
১০. গাহি সাম্যের গান ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।
১১. আঠার বছর বয়সে আঘাত আসে বুকে আঠার আসুক নেমে।
১২. লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে।
১৩. শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে ক্রন্দন ধ্বনি আওয়াজ শুনেছি তার।
১৪. স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে মাতৃভাষা রূপখনি পূর্ণ মণিজালে।
১৫. ওরা কারা বুনোদল ঢোকে অভিন্ন আপন সত্তা।
১৬. যাহাদের চলা লেগে উষ্কার মত প্রাণ বাজি রেখে হারে।
১৭. শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে অন্ত গিয়েছে তাদের সেতারা শশী।
১৮. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে যদি সে ফুল শুকায়।

গদ্যাংশ

০১. বার্ষিক্য তাহাই- যা পুরাতনকে, মিথ্যাকে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন।
০২. যদি লোক ধর্মের কাছে সত্য ধর্মকে কাহিনী লিখিতে হইবে সে কতা কে জানিত।
০৩. শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম-কর্ম যে এক নয় কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত।
০৪. সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেয়া তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়।
০৫. যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়।
০৬. আমরা ছেলেকে স্কুল কলেজে পাঠিয়ে কোনো শিক্ষার্থী এক বিন্দুও পায় না।
০৭. ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের ক্রোধের মতো কৃতকার্য হয় না।
০৮. ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই একবার ভেবে দেখা উচিত।
০৯. অমঙ্গলকে জগৎ হইতে হাসিয়া উড়াইয়া একই সাগরে গিয়া মিশিয়াছে।
১১. মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে চরিত্র মানে এই।
১২. কিসে হয় মর্যাদা? দামি কাপড়ে তোমায় অবজ্ঞায় বলবো যাও।
১৩. বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার স্বাভাবিক নিয়মে ফল লাভ করে।



বিশেষ কোনো পদ্য বা কবিতাংশের মূলভাব নির্ণয় করে তাকে সহজ ও সুন্দর ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাকে সারমর্ম বলে। অর্থাৎ মূল মর্মবস্তুটি উদ্ঘাটন করে প্রকাশ করাটাই হলো সারমর্ম। সারমর্ম লেখার সময় নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে—

১. সারমর্মে উদ্ধৃতাংশের মূল কথাটি কী তা প্রকাশ করতে হবে।
২. ভাব-সম্প্রসারণের মতো দীর্ঘ ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য সারমর্মে থাকবে না।
৩. মূল উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য দীর্ঘ করার প্রবণতা ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য গিয়ে কোনো অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য দীর্ঘ করার প্রবণতা ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য সারমর্মে থাকবে না।
৪. সারমর্মের আয়তন যেন দীর্ঘ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। মূল উদ্ধৃতাংশের অর্ধেকের বেশি যেন লিখিত সারমর্মের আয়তন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
৫. সারমর্ম লেখার আগে উদ্ধৃত অংশটি কয়েকবার পড়তে হবে এবং মূল বক্তব্য কী তা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর মূল বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত আকারে নিজের ভাষায় লিখতে হবে।

সারাংশ ও সারমর্মের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আর তা হলো— সারাংশ হচ্ছে মূল বক্তব্য আর সারমর্ম হচ্ছে মূল বক্তব্যের মর্মকথা। কোনো রচনাংশের সারমর্ম লিখতে হলে লেখক-কবি কী বলতে চেয়েছেন সে ভাবকে খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে সারমর্ম সারাংশ থেকে আকারে ছোট। সারমর্মকে মর্মার্থ বা ভাবার্থও বলা হয়।

উল্লেখ্য, ভালোভাবে সারমর্ম লেখার জন্য দরকার প্রচুর অনুশীলন।

পদ্যাংশ

০১

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কি বাড়ল তাতে?
আপনারে যে ভাঙেচুরে গড়তে চাই পরের ছাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সেজন, নামটা ক'দিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপনার মাঝে ডুবে যারে,
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি আর কোথাও পাবি নাহে।

সারমর্ম : অন্যের অনুকরণের মধ্যে সার্থকতা নেই। স্বকীয়তাকে ধারণ করার মধ্যেই গৌরব নিহিত রয়েছে। বিধাতা প্রত্যেককে পৃথক বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি করেছেন; একে ছোট ভাবার কারণ নেই।

০২

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তাপোবনে পুণ্যচ্ছায়া রাশি,
গুনিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যান,
সেই গোচারণ, শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বঙ্কল-বসনে
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাচি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব-
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,

পরানে স্পর্শিতে চাই-ছিড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

সারমর্ম : আধুনিক সভ্যতার কর্মনাশা স্রোত আরণ্যক পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। নগরসভ্যতার কৃতিমতায় মানবজীবন অতিষ্ঠ। তাই মানুষ আজ আরণ্যক জীবন ফিরে পেতে চায়।

০৩

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
‘সুখ সুখ’ করি কেঁদো না আর;
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রাহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সারমর্ম : ব্যক্তিগত দুঃখ-সন্তাপে হা-হতাশ না করে বরং নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরের উপকার করার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত। ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিকতায় মানবজীবন সার্থক হয় না। অন্যের কল্যাণে ব্রতী হওয়াই মনুষ্যত্বের পরিচয়।

০৪

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি ইহার চেয়ে সাধক ছিল বড়?
পুণ্য এত হবে নাকো, সব করিলেও জড়।
মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ,

সবারই সে অল্প যোগায় নাইকো গর্ব লেশ।
ব্রত তাহার পরের হিত সুখ নাহি চায় নিজে,
রৌদ্রদাহ-তপ্ত তনু মেঘের জলে ভিজে।
আমার দেশের মাটির ছেলে করি নমস্কার,
তোমায় দেখে চূর্ণ হউক সবার অহঙ্কার।

সারমর্ম: যে সাধনার ফল সবাই ভোগ করতে পারে সেটাই বড় সাধনা। এ কারণে চষিই সবচেয়ে বড় সাধক। তারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে যে ফসল ফলায়, তার ওপর নির্ভর করে সমগ্র দেশ বেঁচে থাকে বলেই সে অনেকের চেয়ে বড় সাধক।

০৫

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিদ্ধি জল,
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল,
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে,
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম,
শত দাস-দাসী তার সেবুক চরণ,
করুক স্তাবকদল স্তব সংকীর্তন।
কিন্তু সে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অতীব ঘৃণিত সেই পাষাণ বর্বর।

সারমর্ম: নিজের দেশের প্রতি যার ভালোবাসা নেই সে পশুর মত অধম। জ্ঞান, সম্মান, সম্পদের অধিকারী হয়ে, বিলাসবহুল জীবন যাপন করে, খ্যাতির শিখরে উঠলেও দেশপ্রেমহীন মানুষ পাষাণ ও বর্বর হিসেবেই ঘৃণিত হয়ে থাকে।

০৬

জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাস,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তুম্বের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোন কালে একা হয়নি ক'জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষ্মী নারী।

সারমর্ম: যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল বড় কাজের মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের যৌথ ভূমিকা ও অবদান। পুরুষের পাশে থেকে সবসময় নারী তাদেরকে কাজের শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। তবুও নারীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।

০৭

মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরার প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত

যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তব বাঁচি যত কাল
তোমাদের মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়,
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

সারমর্ম: এই পৃথিবীর রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ ছেড়ে কেউ যেতে চায় না। আনন্দ বেদনা ও মিলন-বিরহে স্পন্দিত এই জগৎসংসারে নিত্য প্রবাহিত মানুষের জীবনলীলা। সেই লীলাবৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। তাই প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্যকে ভালোবেসে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়।

০৮

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রয়গ্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।
সময় সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব যে অমর
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার সমরাজ্ঞান মাঝে,
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাতা,
ব্রতী হয়ে নিজ নিজ কাজে।

সারমর্ম: জ্ঞানী-গুণিজন আমাদের কাছে অনুসরণীয়। তাঁরা যে পথ অনুসরণ করে জীবনে বড় হয়েছেন আমাদেরও সেই পথ অনুসরণ করা উচিত। এ সংক্ষিপ্ত জীবনে বৃথা সময় নষ্ট না করে তাঁদের মতো অবিরাম কাজে লেগে থাকলেই পৃথিবীতে অমরকীর্তি রেখে যাওয়া সম্ভব।

০৯

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়-
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিব অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমারি মন্দিরে মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগসন; সে নহে আমার;
যা কিছু আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফেলিয়া।

সারমর্ম: সংসারের বন্ধন থেকে নিজেজে মুক্ত করে আত্মার মুক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। মানুষকে পবিত্র আনন্দে বেঁধে রাখার জন্যেই বিধাতা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই জগৎকে ভালোবাসলেই তাঁকে ভালোবাসা হয়; তাতেই মুক্তি।

গদ্যাংশ

০১

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস-একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন কথা বলবেনা। ছ মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সপ্তাহে তুমি দু দিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পর দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়বে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা করো না তাহলে সব পণ্ড হবে।

সারাংশ : মানুষ অভ্যাসের দাস। স্বভাব থেকে কোনে বদভ্যাস একদিনে দূর হয় না, বরং তার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা। ধীরে ধীরে সত্য বলার সাধনা করলেই মিথ্যা বলার অভ্যাসকে পরিহার করা সম্ভব।

০২

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের বুঝবুঝি, বিজ্ঞানের চুঁচুকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক- এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তৃষ্টি হতে পারে না।

সারাংশ : মনে আনন্দ দেয়া আর মনকে রাঙানো এক কথা নয়। এদে সম্পর্ক সাপে-নেউলে। সাহিত্যিকের কাজ পাঠককে আনন্দ দেয়া, তার মনকে রাঙানো নয়। যিনি উল্টোটা করতে চান তিনি হয়ত সস্তা শিল্পী হতে পারেন, কিন্তু মহৎ শিল্পী হতে পারেন না।

০৩

ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই হল জ্ঞানীর কাজ। পিঁপড়ে-মৌমাছি পর্যন্ত ভবিষ্যতের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তখন মানুষের কথা বলাই বাহুল্য। ফকির সন্ন্যাসী যে ঘরবাড়ি ছেড়ে, আহাির নিদ্রা ভুলে, পাহাড় জঙ্গলে চোখ বুজে বসে থাকে, সেটা যদি নিতান্ত গঞ্জিকার কৃপায় না হয়, তবে বলতে হবে ভবিষ্যতেও ভাবনা ভাবে। সমস্ত জীব-জন্তুর দুটো চোখ সামনে থাকবার মানে হল ভবিষ্যতের দিকে যেন নজর থাকে। অতীতের ভাবনা ভেবে লাভ নাই। পণ্ডিতেরা ত বলে গেছেন, ‘গতস্য শোচনা নাস্তি’। আর বর্তমান সে ত নেই বললেই চলে। এই যেটা বর্তমানে সেই-এই কথা বলতে বলতে অতীত হয়ে গেল। কাজেই তরঙ্গ গোনা আর বর্তমানের চিন্তা করা সমানই অনর্থক। ভবিষ্যৎটা হল আসল জিনিস। সেটা কখনও শেষ হয় না। তাই ভবিষ্যতে মানব কেমন হবে সেটা একবার ভেবে দেখা উচিত।

সারাংশ : ভবিষ্যতের চিন্তা করা জ্ঞানীর কাজ। অতীত এবং বর্তমান গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। কেবল ভবিষ্যৎই সম্মুখে উন্মুক্ত। ভবিষ্যৎ-এর ভাবনাই জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলে।

০৪

অনেকের ধারণা এই যে, মহৎব্যক্তি শুধু উচ্চবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; নীচুকুলে মহতের জন্ম হয় না। কিন্তু প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায় যে, মানুষের ধারণা অতিশয় ভ্রমাত্মক। পদ্মফুল ফুলের রাজা। রূপে গন্ধে সে অতুলনীয়। কিন্তু ইহার জন্ম হয় পানের অযোগ্য পানিভরা ঐন্দো পুকুরে। পক্ষান্তরে বটবৃক্ষ বৃক্ষকুলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন বটে, অথচ বহু বৃক্ষের ফল আমরা অস্বাদন করি, এত খ্যাতনামা যে বটগাছ, তাহার ফল আমাদের অখাদ্য।

সারাংশ : বংশ মর্যাদা; মহতের প্রকৃত উৎস-তার অন্তর্নিহিত গুণ ও প্রতিভা। প্রকৃতিতেও এর জোরানো প্রমাণ রয়েছে।

০৫

অভাব আছে বলিয়াই জগৎ বৈচিত্র্যময়। অভাব না থাকিলে জীব সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। আমাদের সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়াই কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলেই স্বাণু, স্থবির হইতে হইত, মনুষ্য-জীবন

বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই তো আমরা সেবার সুযোগ পাইয়াছি। সেবা মানবজীবনের ধর্ম। দুঃখ আছে বলিয়াই সে সেবার পাত্র যত্রতত্র সাদাকাল ছাড়াইয়া রাখিয়াছে। যিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন, তিনি যেমন জগতের বন্ধু, তেমনি যিনি দুঃখে আমাদের সেবার পাত্র অজ্ঞ দান করিতেছেন, তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শত্রু মনে করিও না, দুঃখ আমাদের বন্ধু।

সারাংশ : অভাব জগৎকে বৈচিত্র্যময়, জীবনকে কর্মময় ও মানুষকে উদ্যোগী করে। অভাব সেবাপ্রেরণা উৎস। অপরের দুঃখ দূরীকরণেই মানুষের হৃদয় মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধে মহান হয়ে ওঠে। তাই দুঃখ মানুষের শত্রু নয়, বন্ধু।

০৬

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো **লোগ** এসে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

সারাংশ : বর্তমান বিশ্বে মানুষের মনুষ্যত্বের চেয়ে অর্থের হিসাব বড় হয়ে উঠেছে। ফলে মানব সমাজ এক চরম অধোগতির মুখে এসে ঠেকেছে। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ এখন খুঁজতে হবে।

০৭

মাতৃশ্লেহের তুলনা নেই, কিন্তু অতি শ্লেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে শ্লেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃশ্লেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না-দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মত চিরদিন শ্লেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীক, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃশ্লেহ সে কথা বোঝে না-অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে ভীকৃতার দুর্দশা কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীককে রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয়।

সারাংশ : মাতৃশ্লেহ অতুলনীয় হলেও অতিরিক্ত মাতৃশ্লেহ কল্যাণ বয়ে আনে না। বরং সন্তানের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের বিকাশকে করে বাধাগ্রস্ত। অন্ধ মাতৃশ্লেহ অবোধ সন্তানের দুর্বলতাকে প্রশংসা দেয়; এতে সন্তান ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

০৮

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে রোমহর্ষক কণ্ডুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদার ভাবে পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে না, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও; দেখিবে, সে স্বপ্নের সুষমা আর নেই- নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোন রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

সারাংশ : ক্রোধ মানুষের বড় শত্রু। ক্রোধ মানুষকে পাশবিক শক্তিকে জাগ্রত করে মনুষ্যত্বের বিনাশ ঘটায় এবং স্বর্গীয় সুষমা থেকে তাকে বঞ্চিত করে। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করে তুলতে পারে ক্রোধ নামক রিপু।

০৯

“আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছু নাই। আপনাদের মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়, আপনাদের

দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই, আজ আমরা শতদিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।”

সারাংশ : প্রকৃত যৌবনের পূজারী দলপতি হয়ে নয় দলভুক্ত বা সহযাত্রী হয়েই পথ চলতে ভালবাসে। তরুণদের দলে সকলেই যেন এক একটি শতদল এবং তারা যেন একই লক্ষ্যে বিকশিত হতে চায়।

১০

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্য্যচোষ্য রাখিতে পারে, বিধি প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারি খানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যিক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, অবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ-গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এই জন্যে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকদের বেত্র তাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ.এ.বি.পাস হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্না ঘরেই ঘুরিতে থাকে।

সারাংশ : মেয়েরা ঘরের কাজ ও সামান্য লেখাপড়া জানলেই হয়, উচ্চ শিক্ষার দরকার নেই; এমন ধারণা ভুল। সম্ভবন যেহেতু মায়ের দোষ-গুণ নিয়ে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে তাই নারীর যথার্থ মানসিক বিকাশের জন্যে উপযোগ্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

৩৮তম বিসিএস

- ক. শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।
অথবা,
খ. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

৩৭তম বিসিএস

- ক. জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট-
মুক্তি সেখানে অসম্ভব।
অথবা,
খ. কালচার সমাজতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিক।

৩৬তম বিসিএস

- ক. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।
অথবা,
খ. জাতীয় জীবনে সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুইয়েরই মাত্রা
বাড়িয়ে গেলে বিনাশের কারণ ঘটে।

৩৫তম বিসিএস

- ক. যে- আমির মধ্যে তুমি নেই,
আর যে-তুমির মধ্যে আমি নেই-দুই-ই আমার পক্ষে সমান।
অথবা,
খ. স্মরণের আবরণে মরণের যত্নে রাখে ঢাকি।

৩৪তম বিসিএস

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।

৩৩তম বিসিএস

- ক. শৃঙ্খলিত সিংহের চেয়ে স্বাধীন গাধা উত্তম।
অথবা,
খ. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।

৩২তম বিসিএস

- ক. জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল।
অথবা,
খ. জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

৩১তম বিসিএস

- ক. চাঁদেরও কলঙ্ক আছে।
অথবা,
খ. গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো।

৩০তম বিসিএস

- ক. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।
অথবা,
খ. অল্প জলের তিত পুঁটি, তার এত ছটফটি।

২৯তম বিসিএস

- ক. যে সহে, সে রহে।
অথবা,
খ. অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে।

২৮তম বিসিএস

- ক. অভক্ততার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ।
অথবা,
খ. কষ্ট না করলে কেউ পাওয়া যায় না।

২৭তম বিসিএস

- ক. মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।
অথবা,
খ. পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

২৬তম বিসিএস (বিশেষ বিসিএস)

২৫তম বিসিএস

- ক. সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ,
বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর।
অথবা,
খ. স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

২৪তম বিসিএস

- ক. বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।
অথবা,
খ. সাহিত্য, শিল্প, সংগীত কালচারের উদ্দেশ্য নয় - উপায়।

২৩তম বিসিএস

- ক. পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।
অথবা,
খ. বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা গেল যে, কিছুই জানা হল না।

২২তম বিসিএস

- ক. সফলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ।
অথবা,
খ. বার্ষিক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে
আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

২১তম বিসিএস

- ক. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।
অথবা,
খ. মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য হাসে।

২০তম বিসিএস

- ক. যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত।
অথবা,
খ. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্যে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

১৮তম বিসিএস

- ক. আগে চুরি করে জেল খাটে পরে
নির্বোধ চোর তারা
আগে জেল খাটে পরে চুরি করে
সেয়ানা স্বদেশি তারা।
অথবা,
খ. সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় সকল সে সৌখিন মজদুরী।

১৭তম বিসিএস

- ক. ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী।
অথবা,
খ. দখিন হাওয়া শরতের আলো এসবের মাধুর্যের পরিমাপ
তাপমান যন্ত্রের দ্বারা হয় না, মনের বীণায় এরা আপনার
সুন্দর পরশ বুলিয়ে জানায় যখন, তখন বুঝি কতখানি মধুর
এবং কতখানি সুন্দর এরা।

১৫তম বিসিএস

- ক. বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
অথবা,
খ. জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

১৩তম বিসিএস

- ক. কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।
অথবা,
খ. ভূতের ভয় অবিশ্বাসে কাটে না।

১১তম বিসিএস

- ক. “যত মত তত পথ”।
অথবা,
খ. যে নদী হারায়ে শ্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে,
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

১০তম বিসিএস

- ক. মূর্খ মিত্রের চেয়ে শিক্ষিত শত্রু ভাল।
অথবা,
খ. ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন,
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।



আলোচ্য বিষয়

ভাবসম্প্রসারণ

০১. শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।
০২. দুঃখের মতো এত বড় পরশপাথর আর নেই।
০৩. দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য/সর্পের মস্তকে মণি থাকিলেও তাহা কি ভয়ঙ্কর নহে?
০৪. কীর্তিমানের মৃত্যু নাই।
০৫. যে সহে, সে রহে।
০৬. মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নয়।
০৭. পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।
০৮. স্পষ্টভাষী শত্রু, নির্বাক মিত্র অপেক্ষা শ্রেয়।
০৯. যতবড় হোক ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা /আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা।
১০. রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।
১১. দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপ স্বরূপ।
১২. মিত্রত্ব সর্বত্রই সুলভ, মিত্রত্ব রক্ষা করাই কঠিন।
১৩. জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।
১৪. ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।
১৫. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয় / পথের দু'ধারে আছে মোর দেবালয়।
১৬. যে একা সেই সামান্য / যাহার ঐক্য নাই সে তুচ্ছ।
১৭. পৈঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোন ছুতা, জানো না আমার সাথে সূর্যের শত্রুতা।

১৮. বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।
১৯. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।
২০. স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।
২১. নানান দেশের নানান ভাষা/বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কী আশা?
২২. সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।
২৩. দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে ভ্রমটোরে রুখি/সত্য বলে, 'আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'
২৪. প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয় কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।
২৫. স্বদেশের উপকারে নাই যার মন, কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।
২৬. দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।
২৭. তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?
২৮. জাতীয় জীবনে সম্মোগ এবং আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ হয়।
২৯. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/পূর্ণিমার চাঁদ যেন বালসানো বুটি।
৩০. অর্থই অনর্থের মূল।
৩১. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।
৩২. সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।
৩৩. জন্ম হোক যথাতথ্য কর্ম হোক ভালো।

STUDENT



STUDY

ভাবসম্প্রসারণ

▮ ভাব-সম্প্রসারণ কী?

ভাবের সম্প্রসারণই হচ্ছে ভাব-সম্প্রসারণ। ইংরেজি 'Amplification' কে বাংলায় 'ভাবসম্প্রসারণ' কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়। ভাব-সম্প্রসারণের মাধ্যমে আবৃতকে উন্মোচিত এবং সংকেতকে নির্ণীত করা হয়। ভাব-সম্প্রসারণের সময় বিশেষ কোনো বাক্যাংশ, গদ্যাংশ কিংবা কবিতার বিশেষ কোনো পঙ্ক্তির অন্তর্নিহিত ভাব-ব্যঞ্জনাকে উন্মোচন করা হয়। ভাব-সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগুণ্ড ভাব বা বিষয়কে প্রয়োজনীয় যুক্তি, বিশ্লেষণ, উপমা, উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। ভাবসম্প্রসারণ ব্যক্তির সঞ্চিত জ্ঞানের দক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। কোনো বিশেষ বিষয়কে বিস্তৃতভাবে বলার বা লেখার যোগ্যতাও বৃদ্ধি করে। যুক্তি-তর্ক-উপমা ও দৃষ্টান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

▮ ভাব-সম্প্রসারণ কীভাবে লিখবেন:

বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ভাব-সম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত লাইন বা লাইনগুলো যে পূর্ব থেকেই পরিচিত বা কমন হবে তা ভাবা বা আশা করা ঠিক নয়। তাই কতকগুলো সাধারণ নিয়ম জেনে রাখা দরকার, যা ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হতে পারে। একবার পড়েই ভাব-সম্প্রসারণ লিখতে শুরু করা ঠিক নয়। প্রদত্ত অংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে দু-এক মিনিট চিন্তা করে নেয়া উচিত। লেখক ঐ অংশে কী বুঝতে চাচ্ছেন তা প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রদত্ত অংশে কোন উপমা, রূপক প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। কারণ প্রায়ই দেখা যাবে উদ্ধৃত অংশের একটা বাইরের বা সাধারণ অর্থ আছে, আর একটি অর্থ আছে যা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। বাইরের অর্থের রেশ ধরে ভেতরের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করা উচিত। নিজের বক্তব্যকে পরিষ্কার করার জন্য নমুনা বা উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে আমরা— (১) উদ্ধৃত অংশের শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থের প্রতি মনোযোগী হব এবং তা ব্যাখ্যা করব; (২) মূল বক্তব্য বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরব এবং (৩) মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ ব্যবহার করব। এছাড়া আরো একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে— উদ্ধৃত অংশ থেকে শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় কী রয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

ভাব-সম্প্রসারণ একটি অনুচ্ছেদে হতে পারে, তবে দুই বা তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা শ্রেয়। উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে খুব বেশি দূরে যাওয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কথা না লেখাই শ্রেয়। একই বক্তব্য সংবলিত অর্থাৎ একই অর্থের দুটো বাক্যের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই, তা বরং ক্ষতিকর।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার। প্রসঙ্গ অনুযায়ী গাভীরূপক কিংবা আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে বক্তব্য যেন দৃঢ়বদ্ধ হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

১. ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে কতকগুলো অবশ্য পালনীয় নির্দেশাবলি:

১. প্রদত্ত কাব্যংশ বা গদ্যাংশটি প্রথমেই কয়েকবার পাঠ করে অন্তর্নিহিত সত্যটির মর্মোদ্ধার করবার চেষ্টা করা;
২. কাব্যংশ বা গদ্যাংশে প্রযুক্ত শব্দসমূহের সার্থকতা অনুধাবন করা;
৩. মূল ভাব-বস্তুর প্রকাশে বিভিন্ন শব্দ কীভাবে সাহায্য করেছে, তা লক্ষ্য করা;
৪. প্রারম্ভিক বাক্যটি সুরচিত, বস্তুনিষ্ঠ এবং ক্রিয়াপদ বর্জিত হলে তা সুরচিত, বস্তুনিষ্ঠ এবং ক্রিয়াপদ সংযুক্ত করে তা আকর্ষণীয় করা;
৫. প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দ মূলভাবের সাথে যে ভাবানুষ্ঙ্গ সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর সম্প্রসারিত করা।
৬. ভাব-সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে কোন ক্ষুদ্র কতিপয় কবি মহাপুরুষদের সুভাষিত বাণী মঞ্জুরীর দুই-একটি উদ্ধৃত করা, তবে এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিটি যেন মূলভাব পরিষ্কৃষ্টনের সহায়ক হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ইংরেজি কোটেশন ব্যবহার না করা বাঞ্ছনীয়। কারণ এতে ভাব-সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়।
৭. ভাব-সম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের ন্যায় বিশাল কিংবা সার-সংক্ষেপের মত ক্ষুদ্র না করা।
৮. ‘কবি বলেছেন’ কিংবা ‘কবির বক্তব্য হলো’ এ ধরনের মন্তব্য ভাব-সম্প্রসারণে ব্যবহার না করা।
৯. ভাব-সম্প্রসারণকে (১) মূল ভাব, (২) সম্প্রসারিত ভাব এবং (৩) উপসংহার তিনটি পয়েন্টে বিভক্ত করে লেখাই শ্রেয় এবং
১০. সহজ সরল ভাষায় ভাব-সম্প্রসারণ লেখা।

০১. ‘মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে।

অথবা,

রাত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে আসে।

সুখ এবং দুঃখ একে অপরের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। অবিমিশ্র সুখ এ জগতে পাওয়া যায়না। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই মানুষের মন সূচিশুভ্র হয়ে ওঠে। মানুষ লাভ করে মহিমান্বিত জীবন।

মানুষ সব সময় সুখের জন্য লালয়িত থাকে। সুখ তার নিকট পরম কামনার ধন, আর দুঃখ তার নিকট সর্বদাই পরিত্যজ্য। সে চায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ; কিন্তু তা কখনো সম্ভব নয়। কারণ মানুষের জীবন সুখ ও দুঃখ দিয়ে গাঁথা এক বিচিত্র মালার মতো। জীবনে যখন দুঃখের ঘোর অন্ধকার নেমে আসে, তখন মনে হয় এই অমানিশার শেষ নেই। কিন্তু দুঃখ ও বেদনার সেই কালান্তরণ এক সময় অবশ্যই কেটে যায়। পূর্বের আকাশে উদিত হয় নতুন সূর্য। আগমন ঘটে সুখ শান্তির।

মেঘ যতই গভীর ও ঘনকালো হোকনা কেন, সূর্যকে গ্রাস করার ক্ষমতা তার নেই। ক্ষণস্থায়ী মেঘ এক সময় কেটে যাবে, হেসে উঠবে আলোর বলমলে সোনালি সূর্য। অমাবস্যার অন্ধকার চাঁদকে সাময়িক ভাবে আড়াল করলেও একসময় আঁধারের বুকচিরে আকাশে চাঁদ উঠে। ভাটার পরে নদীতে যেমন জোয়ার আসে, তেমনি ভাবে আমাদের জীবনে দুঃখের পরে সুখ আসে। সুখের পথ চেয়ে দুঃখকে তাই আলিঙ্গন করতে হবে।

দুঃখ-সুখের দোলায় দুলছে আমাদের এই পার্থিব জীবন। দুঃখ-কষ্ট, দ্বন্দ্ব-সংঘাত আমাদের আনন্দকে হরণ করে, কিন্তু এগুলো সাময়িক। ধৈর্য না হারিয়ে আমরা দৃঢ় ভাবে এসবের মোকাবেলা করতে পারি। আর তা হলেই আমাদের জীবন সুন্দর ও সাফল্যময় হয়ে উঠবে।

দুঃখ জীবনকে মেঘের মতো আড়াল করে দাড়ালেও দুঃখ দেখে নির্ভয় থাকতে হবে এবং দুঃখ জয়ের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে।

০২. বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

বিদ্যার মতো পরশপাথর পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমাদের সমগ্র অগ্রগতির মূল হচ্ছে বিদ্যা। কিন্তু এ বিদ্যা যদি মানব জাতির কোনো কাজে না আসে তা হবে অর্থহীন।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে। মানবজীবনে সঙ্গে বিদ্যার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে অন্ধের সাথে এবং পশুর সাথে তুলনা করা হয়। কারণ যে লেখা-পড়া জানেনা, পৃথিবীর বহুজ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণা তার কাছে অজ্ঞাত। বিদ্যাই মানুষের জ্ঞান চক্ষুকে উন্মোচন করতে পারে এবং অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারে। বিদ্যার বলে মানুষ আজ প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেছে এবং আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করতে পেরেছে। চাঁদের বুকে অবতরণ, গ্রহ নক্ষত্রের বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন ছাড়াও মানুষ আরো অনেক অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে এ বিদ্যার বলেই। যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন সে অন্ধকার রাজ্যে বাস করে। পৃথিবীর সব কিছু সে চোখ দিয়ে দেখা সত্ত্বেও অনেক রহস্যের সন্ধান করতে সে হয় বঞ্চিত। এখানেই বিদ্যাহীন ব্যক্তির মর্মান্তিক পরাজয়।

কিন্তু যে অর্জিত বিদ্যা মানব জীবনের কোনো কাজে লাগেনা; সুষ্ঠু জীবন যাপনের পক্ষে সহায়ক হতে পারেনা, সে বিদ্যা একেবারে নির্ধক। প্রাত্যহিক জীবনের কোনো প্রয়োজনে যে বিদ্যা মানুষকে কোনো সাহায্য করতে পারেনা, সে বিদ্যাকে পঙ্গু ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে বিদ্যা মানুষকে পৃথিবীর অনেক কিছু বোঝবার বা জানবার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে কোনো সাহায্য করতে পারেনা এখানেই সে বিদ্যার করুণ পরিণতি।

বিদ্যা যদি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয় তবে সে বিদ্যার্থহীন। বিদ্যার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো জীবনকে সফলতার, হৃদয়কে প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বেল করে তোলা। উদ্দেশ্যহীন বিদ্যা প্রকৃত অর্থে ব্যর্থ ও পঙ্গু।

০৩. স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা বড়ই কঠিন

স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। আর মানুষ মাত্রই স্বাধীনতাকামী। পরাধীন জীবন কারো কাম্য নয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্যে মানুষকে দিতে হয় বুকের তাজা রক্ত। জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ গ্রহণের জন্যে মানুষ স্বাধীনতা চায়। কবির ভাষায়-

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়?”

স্বাধীনতা ছাড়া কেউ মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে পাও না। কিন্তু একে সহজে পাওয়া যায় না। বহু ত্যাগ, তিফিক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে তা অর্জন করতে হয়। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়েও কঠিন কাজ হলো বহিঃশত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা। একটি স্বাধীন দেশে যখন পরাধীন দেশের ভাবধারা বজায় থাকে, তখন সে দেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে দেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে থাকে। তাই যে কোনো দেশের অশুভ শক্তির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে নাগরিকদের সদা সচেতন থাকা প্রয়োজন। এ জন্যে বিদেশি ভাবধারা আমদানি বর্জন করতে হবে এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে পালন করে জাতিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে হবে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের মহান স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের পবিত্র আমানত। একে রক্ষা করার দায়িত্ব ও আমাদের। আমাদের জাতীয় জীবনে যাতে অর্থনৈতিক মুক্তি আসে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদেরকে একসাথে কাজ করে যেতে হবে, ভালবাসতে হবে দেশের মাটি ও মানুষকে।

গৌরবময় মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি আমাদের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া আমাদের জাতীয় কর্তব্য। আমাদের এ প্রিয় জন্ম ভূমি যাতে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে সেদিকে আমাদের সবার মনোযোগ দিতে হবে। তা হলেই স্বাধীনতার মূল্য যথার্থ প্রতিফলিত হবে।

স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম বহুমুখী এবং জটিল। তাই স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

০৪. “মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।”

“ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ।”

বিশ্বজগতের অনন্ত কাল প্রবাহে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও মহিমা পেতে পারে মানুষের মহৎ কর্মে ও অবদানে। তখন মৃত্যুর পরও মানুষ স্মরণীয় হয়ে তাকে। তাঁর বাঁচা সার্থক হয়। কর্মগুণেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়।

প্রজ্ঞা, হিতাহিতবোধ ও হৃদয় ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধশালী বলে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে জগতে প্রশংসিত। কিন্তু মানুষ মরণশীল। নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ আপন কীর্তির মহিমায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। বয়স বেশি হলেই বাঁচা সার্থক হয়না। কারণ একদিন জীবনের শেষ আত্মদান আসে। মৃত্যুর পর স্মৃতি আর কেউ ধরে রাখে না; বরং যারা অমোঘ মৃত্যুর কথা জেনেও সংক্ষিপ্ত পরিসর জীবনের মধ্যে মানব কল্যাণে সুকীর্তির সাক্ষর রেখে যান, তারা মরে গিয়েও চিরকাল মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকেন। মানুষ তাঁদের সুকীর্তির কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়। দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও মানুষের মাঝে তাঁরা বেঁচে থাকেন। এমন লোকের সত্যিই মৃত্যু নেই। মানুষের কর্মজীবন স্বল্পস্থায়ী হতে পারে, হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী। স্বল্পস্থায়ী জীবনেও মানুষ যদি কোনো মহৎ সাধনায় সফল হয়। তবে সে জীবন সফল হয়। পক্ষান্তরে দীর্ঘজীবন যদি নিষ্ফল হয় তবে তা নীরবেই ঝরে পরে। কেউ তাকে মনে রাখে না।

কীর্তিমান মানুষ গতানুগতিক জীবন যাপন করেন না। তিনি সমাজে আর দশ জনের মধ্যে থেকে নিজেকে স্বীয় সাধনার বলে বিকশিত করে তোলেন। ফলে জগৎ সংসারে তিনি হন নন্দিত ও বরণীয়। পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষ হওয়ার জন্য তাই মানুষকে হতে হবে সহনশীল, ধৈর্যশীল, আত্মপ্রত্যয়ী ও স্থির প্রতিজ্ঞ। সংগ্রামশীল জীবন যুদ্ধে মানুষ তাঁর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা সংগ্রাম করে জয়ী হয় এ যুদ্ধে। তাই প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে বহুলোক অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেও তাদের কর্মের জন্য অমর হয়ে আছেন। আবার কেউ কেউ দীর্ঘায়ু পেলেও তাদের নাম পরিচয় মিলিয়ে গেছে কালস্রোতে।

বালক ক্ষুদ্রিরাম দেশের জন্যে জীবন দিয়ে অমর হয়েছেন। রফিক, সালাম বরকতের মহান আত্মত্যাগের কথা বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না। কর্মই তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে, বয়স নয়।

জীবনের যে মহৎ অর্জন তা সৎকাজের দ্বারাই নিরূপিত হয়। তাই সৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা উচিত।

০৫. “সুজনে সুযশ গায় সুযশ ঢাকিয়া

কুজনে কুরব গায় সুরব নাশিয়া।”

মানুষের আচরণে তার ভাল মন্দ উভয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ভাল কাজের মধ্যে ভালো মানুষের পরিচয়, আবার খারাপ লোকের আচরণে তার খারাপ দিকটা প্রকাশমান। তাই উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণের প্রকাশ ঘটে, পরের কুৎসিত স্বভাবকে সে গোপন করে রাখে। মন্দ চরিত্রের লোকেরা মানুষের ভালোগুণ গোপন করে খারাপ দিকটা স্পষ্ট করে তোলে। আচরণ দিয়েই মানুষকে চেনা যায়।

কুজন মানুষের কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। সুজন সকলের গুণ কীর্তন করে। মানুষের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় তার চাল-চলন, আচার-আচরণে তার অন্তর্নিহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। একজন সৎস্বভাবের মানুষ চারপাশের সব অসুন্দরকে তাঁর মানের মহত্ত্ব দিয়ে আবৃত করতে চান। একজন দুজনের মধ্যে সামান্যতম গুণ থাকলেও তিনি সেটাকেই বড় করে দেখেন। এটাই সৎস্বভাব মানুষের চরিত্র মহত্ত্ব।

অন্যদিকে কুজন নিজের মনের সংকীর্ণতার কারণে সৎস্বভাবের মানুষ বা সুজনের মধ্যে সুন্দর কিছু দেখতে পায় না। সুজনের সকল ভালগুণকে সে কাল্পনিক কলঙ্কের আবরণে ঢেকে রাখে। সুজনের স্বভাব দোষকে ঢেকে রেখে গুণকে প্রকাশ করা। অন্যদিকে কুজনের অভ্যাস গুণকে ঢেকে তার সুনাম করা। এ ধরনের আচরণে তার মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। সুজন বা ভালো মানুষ নিজের সুন্দর মনের বিবেচনায় অপরের খারাপ কাজের মধ্যেও ভালো দেখতে পায়।

অন্যদিকে কুজন বা খারাপ প্রকৃতির মানুষ অপরের ভালো দেখতে পাও না। সে অপরের ভালো কাজকেও খারাপ কাজ বলে প্রচার করে। তার কানে সুন্দর শব্দ অনুরণিত হয়ে উঠলেও তার প্রশংসা করতে সে কুণ্ঠিত হয় এবং পরিবর্তে অপযশ প্রচারে তৎপর হয়।

মানুষ নিজ নিজ স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অন্যের কার্যকলাপ বিচার করে থাকে। সুজন ও কুজন উভয়ের চরিত্র ও প্রকৃতিতে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

০৬. “মিথ্যা শুনিনি ভাই, এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।”

পৃথিবীর সব উপসনালয় থেকে মানুষের হৃদয় মন্দির শ্রেষ্ঠ। কারণ পরিশুদ্ধ হৃদয়েই স্রষ্টা বিরাজ করেন। তাই হৃদয়ের মাঝেই সত্য সুন্দরের পূজা সম্ভব। মানবহৃদয়ে সত্যের নৈবেদ্য সাজিয়ে স্রষ্টার আরাধনা করলে স্রষ্টাকে লাভ করা যায়। হৃদয়ের ধর্মই মানুষের বড় পরিচয়।

স্রষ্টার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। তাই মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর রয়েছে জৈববৃত্তি। কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের আছে জৈববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। তাই অন্যান্য প্রাণী থেকে সে ভিন্নতর। হৃদয় নামক সত্তাটি কেবল মানুষের রয়েছে। আর সে কারণে মানুষের মাঝে রয়েছে প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভালবাসা, কল্লনা-সৌন্দর্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের অনুভূতি। হৃদয় মনের সমন্বয়ে সৎ কাজ দ্বারা মানুষ স্রষ্টাকে লাভ করতে পারে। স্রষ্টার সান্নিধ্যেই মানবতার মুক্তি নিহিত। পার্থিব জীবনে মানুষ নানা ঘাত-প্রতিঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, স্বার্থ-চিন্তা প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ফলে মানুষের হৃদয় ভরে ওঠে কলুষতায়। কিন্তু এর থেকে মুক্তি পেতে হলে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন রেখে পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে। ব্যক্তি হৃদয় পাপ ও অন্যায়ে পূর্ণ হয়ে ওঠলে মায়াময় সংসার ত্যাগ করে মানুষ ধর্মভেদে মসজিদ, মন্দির বা গীর্জায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায়। মুক্তির সন্ধানে সে বাহ্যিক জগতে কেঁদে ফেলে। কিন্তু প্রকৃত মুক্তি অন্তরের শুভ্র সত্য। তাকে বাইরের মসজিদ-মন্দিরে খুঁজে লাভ নেই। তাই মুক্তি পাগল মানুষকে শান্তি অময় পান করতে হলে হৃদয়ের গহ্বরে শান্তি সুধার সন্ধান করতে হবে। কারণ প্রকৃত মুক্তির সন্ধান আছে হৃদয়ের পবিত্র মন্দিরে। হৃদয় দ্বারাই মানবতার পরিচয় মেলে। হৃদয়ের আনন্দ দ্বারা কলুষমুক্ত হয়ে মানুষ সত্যের পথে, ধর্মের পথে তথা মানবতার পথে ব্রতী হতে পারে।

মানব হৃদয়ের পবিশুদ্ধ আরাধনার মাধ্যমে পরমকরণাময়ের একান্ত সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। তাই মানব হৃদয় সকল উপাসনালয়ের চেয়ে উত্তম। মানব হৃদয় কলুষিত হলে দিনরাত শুচি শুদ্ধ আরাধনা করেও সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই উপাসনালয় হতেও শ্রেষ্ঠ মানুষের হৃদয় মন্দির।

০৭. “স্বদেশ উপকারে নাই যার মন

কেবলে মানুষ তারে পশু সেই জন”

স্বদেশ জন্মভূমির সাথে মানুষের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। স্বদেশে মানেই নিজের দেশ-মাতৃভূমি স্বদেশ। মানব জীবনের মহৎ আদর্শ হলো তার দেশপ্রেম। যে ব্যক্তির ভেতরে দেশ প্রেমের এই শাস্ত্র সত্যের উপলব্ধি নেই, তাকে মানুষ না বলে পশু বলাই শ্রেয়।

মা, মাটি ও মানুষ এ তিনটিই মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। স্বদেশের প্রিয় মানচিত্র মানুষকে দেয় গৌরবোজ্জ্বল ঠিকানা। পতাকার রং বাড়ায় আত্মসম্মান। সুমধুর জাতীয় সঙ্গীত বাড়ায় সঞ্চীর্ণবনীসুধা। স্বদেশের মাটির মতো এমন পবিত্র আর কিছুই নেই। এর নদী, জল, শস্য ভরা প্রান্তর নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি মানুষকে টেনে নেয় গভীর থেকে গভীরে। পৃথিবীর অপরাপর দেশের চেয়ে এ মাতৃভূমি মানুষের কাছে প্রিয় বলে মনে হয়। নিজের দেশ গরিব হলেও তা মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। মানুষের মনে এই ধারণা থেকে দেশপ্রেমজন্মে।

দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন করে, দেশের মানুষের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করা প্রতিটি মানুষের পবিত্র দায়িত্ব। স্বদেশের ভাল-মন্দ মানুষকে অবশ্যই ভাবতে হয়। দেশের গৌরবকে সমুন্নত রাখা একজন নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ এবং লালন করা একজন মানুষের একান্ত কাজ। প্রিয় স্বদেশকে ঘিরেই মানুষের অন্তরে রচিত হয় নানান স্বপ্ন। একজন সচেতন মানুষ তার জন্মভূমিকে ভাল না বেসে পারে না। যদি কেউ তার জন্ম ভূমিকে ভাল না বাসে তবে সে মানুষ নামের অযোগ্য। তাকে পশু বলাই শ্রেয়। কারণ পশুর কোনো দেশ নাই; মানুষের আছে।

একজন মানুষ যতই ধনবান, রূপবান কিংবা জ্ঞানবান হউক, তার অন্তরে যদি স্বদেশ প্রেম না থাকে, জন্ম ভূমির কল্যাণের জন্যে যদি তার মন না থাকে, তাহলে সে নরাধম। আর এক শ্রেণির সংকীর্ণমনা লোক যারা, সমাজের কথা, দেশের কথা না ভেবে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তারা মানুষ নামের কলঙ্ক, নরকের কীট।

আমাদের মাতৃভূমি আমাদের দিয়েছে পরম আশ্রয়। এর সুশীতল ছায়ায় আমরা লালিত হই, পূরণ করি আমাদের মনের স্বপ্ন। এর কল্যাণের জন্যে আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। স্বদেশ প্রীতি যার নেই সে পশুর সমান। দেশপ্রেম না থাকলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। তাই স্বদেশের গৌরবের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত।

০৮. “পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি”

কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা মানব জীবনকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে সাহায্য করে। পরিশ্রমহীন জীবন বৃথা।

আমাদের জীবন গতিশীল। এখানে অলসতার কোনো ঠাঁই নেই। সংগ্রামমুখর আমাদের জীবন। জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার হচ্ছে পরিশ্রম। পরিশ্রম দ্বারাই মানুষ তার ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে পারে। পরিশ্রম দ্বারা কেবল জীবনকে কর্মমুখর করতে পারলেই দুঃখ দূর হয়। কষ্টের অমানিশা কেটে যায়, জীবন হয় সুন্দর ও মধুময়। যারা অলস ও কর্মবিমুখ তারা কখনো সুখের মুখ দেখতে পায় না। তাদের জীবন হয় ক্লৈদান্ত, নোংরা আর হতাশাজনক। তাদের সম্পর্কে বলা যায়-

“কর্মবিমুখ যারা বৃহৎ জগৎ হতে,
তারা শেখেনি প্রকৃত বাঁচিতে”

যে কৃষক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে হাল চাষ কওে না, বীজবপন করে না, সোনালি ফসলে তার গৃহ ভরে ওঠে না।

“যে কৃষক আলস্য ভরে বপন করে বীজ,
সোনালি ফসল পাবে সে কোথায়”

কর্মবিমুখ মানুষ সবসময় ভাগ্যের ওপর নিজেকে সম্পর্ক করে। কিন্তু পরিশ্রমী মানুষ দেহের বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়ে খুলে ফেলে সৌভাগ্যের সোনালি দুয়ার। সে তার শক্তি, মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে সহজেই রচনা করতে পারে সাফল্যের নতুন দিগন্ত। গৌরবময় ইতিহাসে যাদের নাম সোনার হরফে লেখা আছে, তারা কেউই অলস ছিলেন না। তারা প্রত্যেকে ছিলেন কর্মচঞ্চল ও কর্মপিয় মানুষ। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) শ্রীচৈতন্য, যীশু খ্রিষ্ট প্রভৃতি মহত্বপ্রাণ ব্যক্তিদের কর্মময় জীবনী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে যে কোনো কাজে প্রেরণা যোগায়। তাই এ সব মহৎ ব্যক্তির আমাদের সমাজের নক্ষত্র। এঁরা মানুষের উন্নতির জন্য করেছে অক্লান্ত পরিশ্রম। বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র চলছে পরিশ্রমের জয় জয়কার। জীবনের সর্বস্তরে উন্নতি করতে হলে পরিশ্রম প্রয়োজন। পরিশ্রমী জাতিই পারে দেশকে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠা করতে। পরিশ্রমের কষ্টপাথরে জীবনকে যাচাই করার ভেতরেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ গতিতে জীবন স্থিতিতে মরণ। পৃথিবীতে নিজের আসন অমর রাখতে হলে পরিশ্রম দ্বারাই তা সম্ভব।

০৯. “নানান দেশের নানান ভাষা বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা”

মাতৃভাষা অমৃততুল্য। একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই মনের ভাব সহজে প্রকাশ করা যায়। অন্য ভাষা সমৃদ্ধশালী হলেও তা মানুষের মনের পিপাসা মেটাতে পারে না। মানব মনের ভাব প্রকাশ ও মেধা বিকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমে হলো সুধাময় এ মাতৃভাষা।

প্রতিটি দেশেরই একটা নিজস্ব মাতৃভাষা আছে, যে ভাষায় সে দেশের মানুষ কথা বলে, ভাব প্রকাশ করে। সবার কাছে তার মায়ের ভাষা একান্ত প্রিয়। একটা শিশু জন্মের পর তার মায়ের ভাষাতেই কথা বলতে শেখে এবং নিজেকে বিকশিত করতে থাকে। ফলে মাতৃভাষা তার নিকট হয়ে ওঠে আপন ও মধুময়। আমরা বাঙালি। আমাদের মাতৃভাষা, ভালবাসার ভাষা বাংলা। এ ভাষাতেই আমরা কথা বলি, মনের ভাব প্রকাশ করি সানন্দচিত্তে। আমরা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলাকে শ্রদ্ধাকরি। কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল নয়; তারা বাংলাভাষাকে গভীর ভাবে ভালবাসে এবং সে ভাষাকেই তাদের অবলম্বন বলে মনে করে। তারা এসব উন্নত ভাষায় জ্ঞান, বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করে, উন্নত সংস্কৃতিবান আধুনিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। কিন্তু তাতে অনেকেই ব্যর্থ হয়। কারণ কোনো বিদেশি ভাষাই তাকে তার মায়ের ভাষার মতো সুখ আর মনের পিপাসা মেটাতে সক্ষম হয় না। বিদ্যার চর্চার ক্ষেত্রে অবশ্য মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে জ্ঞানের পূর্ণতাদানের জন্যেই কেবল বিদেশি ভাষাকে আপন বলে গ্রহণ করলে পরিণামে তার মাশুল দিতে হয়। যেমন দিয়ে ছিলেন বাংলা ভাষার অমর প্রতিভাধর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর প্রদীপ্তমুখের জীবন ভাষ্যই আমাদেরকে প্রমাণ করিয়ে দেয় মাতৃভাষার মূল্য। কবি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে শেষ জীবনে মাতৃভাষার প্রতিগভীর অনুরাগ প্রকাশ করে গেছেন। যারা মাতৃভাষার প্রতিশ্রদ্ধাশীল নয় তাদের স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশেই পাড়ি জমানো দরকার, মায়ের বুকের দুধ ছাড়া যেমন শিশুর তৃপ্তি মেটে না, তেমনি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ভাবে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ বা পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। মাতৃভাষা এত প্রিয় যে, এ বাংলা ভাষার জন্যে আমাদের অনেক ভাইয়েরা প্রাণ দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলাকে জাতীয় ভাষা রূপে।

মাতৃভাষাকে ভালবাসা ও এর মর্যাদা সমুন্নত রাখা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব। যে জাতি শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি কাজে যতবেশি মাতৃভাষার চর্চা করেছে সে জাতি তত বেশি উন্নত হয়েছে। মাতৃভাষার ব্যাপক চর্চা ও বিকাশ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

১০. পুষ্প আপনার জন্য ফোটেনা।

পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্তুত করিও।

পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে মানবজীবন স্বার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফুলের মতোই মানুষের জীবন।

ফুল ফোটে সুবাস ছড়ায়। তার সৌরভে চারদিক আমোদিত হয়। এ ভাবে সৌরভ ছড়ানোর মধ্যে সে তার সার্থকতা খুঁজে পায়। তদ্রূপ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই নিহিত মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

বৃক্ষ জীবনের সার্থকতা অজস্র ডালপালায় নয়; তার জীবনের পরিপূর্ণতা ফুলে ও ফলে। মাটিতে থাকে তার মূল, কিন্তু আনন্দময় প্রকাশ তার ফুল। ফুলের বর্ণসুষমায় ও সুরভিতে চারদিক আমোদিত হয়। আসে ফুলের বন্ধু মৌমাছি, ভ্রমর, প্রজাপতি, আসে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ। দেবতার পূজায় বা মানুষের আনন্দঘন মুহূর্তে পুষ্পজীবন ধন্য হয়। ধূপ যেমন নিজেকে পুড়িয়ে অপরকে গন্ধ বিলায়, প্রদীপ যেমন নিজেকে জ্বালিয়ে অন্যকে আলো বিতরণ করে, তেমনি পরার্থে জীবন ব্যয়ের মধ্যদিয়ে মানবজীবনের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃতির অব্যাহত অঙ্গনে আপন সৌন্দর্য মেলে দিয়ে বিকশিত হয় পুষ্প। ফুল শুধু বীজের উত্তরসূরী নয়। মধুর সৌন্দর্যে সে সকলকে মুগ্ধ করে। এমনকি যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফুলের সুবাস গ্রহণ করে না, বাতাসে ভর করে ফুলতার সুবাস সে ব্যক্তির কাছেও পৌঁছে দেয়। কাজেই দেখা যায় সুগন্ধি ফুল কখনো তার সুরভীকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখে না। পুষ্প তার আপন অন্তরে সৌন্দর্য ও সুগন্ধ ধারণ করে বটে, কিন্তু কিছুই সে নিজে ভোগ করে না। পরের জন্যে সে তার সৌন্দর্য ও সুবাসকে বিলিয়ে দেয়। তারপর একদিন সে মাটির বুকে ঝরে পড়ে। এটা তার অবসান নয় বরং সার্থক পরিণতি। মানুষের জীবনকে ফুলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত পরার্থে আত্মোৎসর্গ। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্ন জীবন অমর্যাদাকর অসুন্দর ও বিকৃত। তাই আদর্শ জীবন গঠনে নিজেকে পুষ্পের মতো সৌন্দর্য ও সুগন্ধে বিকশিত করে তুলতে হবে। পরের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেবার মধ্যেই মানব জীবনে সার্থকতা নিহিত। হযরত মুহম্মদ (সাঃ), শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, মাদার তেরেসা প্রভৃতি এর জ্বলজ্যাস্ত উদাহরণ। তাই প্রত্যেকের উচিত ধূপ, চন্দন ও ফুলের ন্যায় পরের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করা।

সুখী, সুন্দর, সার্থক ও আদর্শ জীবন গঠনে সকলেরই ফুলের আদর্শ অনুসরণ করে মানব কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া উচিত। যুগে যুগে শিল্পী সাহিত্যিকরাও যুগের হলহল পান করে বিশ্বকে দিয়ে গেছেন শিল্প সাহিত্যের অমৃতময় সুখ।

১১. যতবড় হোক ইন্দ্রধনু সে সূদূর আকাশে আঁকা

আমি ভালবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতির পাখা।

অধরার সৌন্দর্যে মানুষ অধিক মোহমুগ্ধ হয়। তাকে পেতে চায় হাতের মুঠোয়। সে নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, কল্পনা বিলাসের অন্ত নেই। নাগাল বহির্ভূত বস্তু মানুষের কল্পনার সামগ্রী যা ঠিক নয়। কারণ বাস্তব আর কল্পনা এক নয়।

বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে দূস্তর ব্যবধান। মানুষ মাটির পৃথিবীর সন্তান। প্রকৃতির লতা-পাতা, গাছ, ফুল, ফল, পাখি এ সব নিয়েই তার পরিবেশ, এই মাটির পৃথিবীকে নিয়েই তার অভ্যস্ত জীবন যাত্রা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে। তথাপি মানুষ স্বপ্নবিলাসী, দূরের আকাশের সাতরাঙা ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার মানুষের স্বপ্নচারী মনকে হাতছানি দেয়। কিন্তু যা ক্ষণস্থায়ী যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে তা যত বড় বা যতই সুন্দর হোক না কেন, তার চেয়ে আকর্ষণীয় চিরপরিচিত নিত্যদিনের ধূলিমাখা এই পৃথিবী। কেননা বর্ণসুষমায় ইন্দ্রধনু যতই মনোমুগ্ধকর ও নয়নরঞ্জন হোকনা কেন, বাস্তবের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণে গুরুত্বহীন।

বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা ফেলে মানুষকে জীবন চালাতে হয় সে জন্যে দূরের রঙধনুর চেয়ে নাগালের মধ্যে যে ছোট প্রজাপতিটি তার রঙ্গিন পাখায় ভর করে উড়ে বেড়ায়, তার মধ্যেই বিমূর্ত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং বহুদূরের সৌন্দর্য যা হাতের নাগালে নয় এমন সৌন্দর্যের চেয়ে জীবনের খুব কাছাকাছি সহজ উপভোগ্য সৌন্দর্যের মূল্য অনেক বেশি। সীমার বাইরে কোনো বস্তু উপভোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। কল্পনার ভাবালুতা অমর্ত্যচারী করে। অনৈসর্গিক স্বর্গলোকে বিচরণ করায়। জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা ভেবে দেখা দরকার। যেখানে “ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়” সেখানে রামধনুর বর্ণসুষমা নিয়ে ভাবালুতা পরিহাস্যতুল্য।

আকাশ কুসুম পরিকল্পনা না করে, সাধ ও সাধের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা উচিত। দুষ্প্রাপ্য অলীক কোনো কিছু পাওয়ার দুরাশা না করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত বা উত্তম।

১২. প্রাণ থাকিলেই প্রাণী নয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো মানুষের সুন্দর একটা মন আছে। যা আর কোনো প্রাণীর নেই। মনই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে।

পৃথিবীতে যতপ্রকার জীব রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে। শুধু এদিক থেকে বিচার করলে মানুষ আর দশটা প্রাণীর মতোই একটা প্রাণী। তবে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে সে সকল প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ আর তাহলো মন। মনোজগতের বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী

থেকে আলাদা। মন আছে বলেই মানুষের মধ্যে প্রেম আছে, কল্লনা আছে, সৌন্দর্যবোধ আছে ধর্ম আছে। পৃথিবীর সকল পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য নিরূপণে মানুষকে পরিচালিত করে তার মন। এ মন বা হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সংকাজ করে এবং শিক্ষা, সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক গুণাবলি আয়ত্ত করে সত্যিকারের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। তখন অন্যান্য প্রাণী থেকে সে আলাদা হয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, স্বার্থচিন্তা, কুমন্ত্রণা প্রভৃতির ক্লেদাক্ত স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে।

মানুষের মন বা বিবেক আছে; পশুদের তা নেই। প্রাণীর শুধু প্রাণ আছে বলেই তারা প্রাণী। কিন্তু মন এমন এক অমূল্য সম্পদ, যার প্রভাবে মানুষ প্রাণী হয়েও মানুষ নামে পরিচিত। এই সুন্দর মনের কারণেই মানুষ আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছতে পেরেছে। মানুষ তার মন দিয়ে সাধনা করে জীবনের বিচিত্র বিকাশ ঘটায়। যা অন্যকোনো প্রাণী পাও না। আবার কোনো প্রাণীর নিজেকে জানে না। কিন্তু মানুষ নিজেকে জানে। আর এটা সম্ভব হয় তার মনের মাধ্যমেই। মনই তার রহস্য ময় আয়না, মনই তাকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে। তাই সকল প্রাণীর ওপরে মানুষের স্থান ও মর্যাদা। যে কেবল আকৃতি নিয়ে পশুর মতো কাজ করে, পশুসুলভ আচরণ করে। যার মধ্যে মানবতা বোধ, সত্যনিষ্ঠা, ঔদার্য, সর্ববিবেচনা বোধ, বিবেক বুদ্ধি ইত্যাদি নেই তাকে সত্যিকারের মানুষ বলা চলে না। তাই মানুষ হতে হলে শুধু প্রাণ থাকলেই চলবে না; প্রাণ ও মনের যুগপৎ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে তবেই মানুষ। মানুষ হিসেবে অর্জন করতে হবে সমস্ত গুণাবলি।

মনের অস্তিত্ব আছে বলেই তাকে মানুষ নামে অভিহিত করা হয়। এই মনের অধিকারী ব্যক্তিই জগতের স্নেহ, মমতা, মায়া প্রভৃতির অধিকারী বিবেক বুদ্ধি জাহত হলেই মানুষের মনের বিস্তার ঘটে। তাই মানুষ সুন্দর ও কলাগের পথে চলতে চায় অপরদিকে যার মনের প্রসার ঘটে না সে মনুষ্যত্বের অধিকারী নয়। এক কথায় সকলের মনে রাখা প্রয়োজন যে, মনই মানুষকে জ্ঞানী ও সংবেদনশীল করে তোলে। তাই মানুষ হতে হলে তাকে অবশ্যই সুন্দর ও সুস্থ মনের অধিকারী হতে হবে।

মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর তফাৎ হলো আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা, ও খাদ্য সংগ্রহ জীবজন্তুর ধর্ম। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে ও খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। তার আত্মরক্ষা, বংশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও আছে। তাছাড়া মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ও সুকোমল হৃদয় বৃত্তির অধিকারী। সে পরার্থে আত্মত্যাগ করতে পারে। এ গুলো পশুর নেই। মানুষ এ জন্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।

মানুষের বিচার বুদ্ধি ক্ষমতা, মহানুভবতা, ন্যায় পরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলি রয়েছে, কিন্তু পশুদের তা নেই। তাই বলা যায় শুধু প্রাণই নয়, মন বা বিবেকই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আত্মপরিচয়ের মর্যাদা দিয়েছে।

১৩. আত্মশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্ম বা, জ্ঞান শক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য

আত্মশক্তি মানব জীবনের একটা মহৎ গুণ। এর অভাবে মানুষ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানার্জন করে এবং সে জ্ঞান মানুষকে আত্মশক্তির বিকাশে সহায়তা করে। স্বনির্ভরতা অর্জনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

স্বশিক্ষিত লোক মাত্রই সুশিক্ষিত। শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে সমাজে বিকশিত হতে সহায়তা করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাহত করা। শিক্ষা অর্জনের ফলে মানুষ নিজেকে জানতে পারে, চিনতে পারে এবং বোঝতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ভেতরের সুপ্ত প্রতিভা, সৃজনশীলতা, মননশীলতা এবং আত্মশক্তি জাহত হয়। মানুষ তার মানবীয় গুণাবলি চর্চার মাধ্যমে আত্মশক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি তথা যে জাতি আত্মশক্তিতে বলিয়ান তারা আত্মনির্ভরশীল এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি ততবেশি উন্নত। আত্মশক্তির অভাবে মানুষ পশু হয়ে পড়ে। কোনো কাজই পরাশ্রয়ী বা কর্মবিমুখ শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। কোনো কাজ করার আগে সে ভয় পায়। কথায় বলে- “ভীরু সবার আগে শতবার মরে”। আত্মশক্তি না থাকলে নিজের ওপর সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। একজন জ্ঞানী মানুষ বুদ্ধিমান হয়, সাহসী হয়। তাই জ্ঞান অর্জন করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিক্ষার হার কম হওয়ায় আমরা জাতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল নই বরং পরমুখাপেক্ষী। তাই দেখা যায় আমাদের জাতীয় বাজেটের একটি বিরাট অংশের জন্যে আমরা বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ উন্নতশিক্ষা ও প্রযুক্তির দ্বারা মানব কল্যাণের পথে অগ্রসর। জ্ঞানার্জন দ্বারা আত্মবিশ্বাস অর্জন সম্ভব। আত্মশক্তি অর্জনের জন্যে শিক্ষালাভ তাই একান্ত জরুরী। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ভাষায় বলতে হয়, “শিক্ষার উদ্দেশ্য ফল চাওয়া নয়, ফলতে চাওয়া। তাই শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হওয়া যায়।

শিক্ষার অন্যতম কাজ হলো মূল্য বোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন নয়। শিক্ষা মাধ্যমে মানুষের জীবনে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। আর মূল্য বোধই মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে পরিচিতি দেয়। মূল্যবোধহীন জীবন জীবন নয়। তাই শিক্ষার মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জন করে আত্মমুক্তি দানই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

১৪. “যে সহে, সে রহে”

প্রতিকূলতা জয় করে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষের এক মহৎগুণ সহনশীলতা। ধৈর্যধরে সহনশীল মনোভাব নিয়ে যদি সমস্যা মোকাবেলা করেন, তিনিই হন জীবন যুদ্ধে জয়ী। পক্ষান্তরে অধৈর্য ও অস্থির স্বভাব জীবনকে করে তুলতে পারে সমস্যাকীর্ণ ও দুর্বিষহ।

মানুষের মতো বাঁচতে হলে বা আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাত্মক প্রয়োজন সহনশীলতা। প্রকৃতি বিজ্ঞানী Darwin এর তত্ত্ব ‘Survival of the fittest’ অনুযায়ী পৃথিবীতে যোগ্যরাই বেঁচে থাকার অধিকার রাখে। তাই বিশ্ব সংসারে সহ্য করার শক্তি ও যোগ্যতা যার আছে সেই কেবল বেঁচে থাকার অধিকারী। সহনশীলতা মানব জীবনের অন্যতম সাম্যরীতি।

পৃথিবীতে অবিশ্রাম সুখ দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ আসলে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। বিপদের মধ্যে দিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু হয়। তাকে সংগ্রাম করতে হয় প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য; অন্যায়া-অবিচার এ সবার চাপে মানব পর্যুদস্ত হয়। চোখে বিভীষিকা দেখে, কিন্তু এ সব প্রতিরোধ করার জন্যে চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অম্লান বদনে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্যে ব্রতী হয় এবং বিজয় অর্জন করতে পারে সেই যথার্থ বীর। মানব জীবন সব সময় সহজ সরল পথে চলে না। জীবনের পথে চলতে গিয়ে মানুষকে মোকাবেলা করতে হয় নানা বিপদ-আপদ। ইতিহাসের পাতায় এরূপ বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। Scotland এর রাজা রবার্ট ব্রুস England এর সাথে ছয় বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও ধৈর্য ধারণ করে ছিলেন এবং সহিষ্ণুতার গুণে পুনরায় যুদ্ধ করে সপ্তম বারের প্রচেষ্টায় শত্রুর কবল থেকে স্বদেশকে উদ্ধার করেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গিয়ে মানুষকে ধীরস্থির ভাবে সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে হয়, অনুসন্ধান করতে হয় সমস্যা সমাধানের পথ। ধৈর্য ধরে সুচিন্তিত পদক্ষেপ না নিলে বিপদ-বাধা মোকাবেলায় মারাত্মক ভুল হয়ে যায় এবং তার জন্য যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়। পক্ষান্তরে ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে সমস্যা মোকাবেলা করলে তাতে সাফল্য আসে বেশি।

ধৈর্যহীন লোক কোনো সমস্যাকেই নিরন্তরে রাখতে পারে না। বরং স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে অনেক সময় জটিল করে তোলে। ধৈর্যহীনতা তাই চিন্তা ও কর্মে সাফল্যের অন্তরায়।

১৫. “শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করে শির, লিখে রেখো এক ফোটা দিলাম শিশির”

দানশীল মহাপ্রাণ যাঁরা পরোপকারের হিসেব রাখা তাঁদের ধর্ম নয়। সবার কল্যাণে নিজের নীরব ত্যাগকে তাঁরা সামাজিক ব্রত হিসেবে গণ্য করেন, এবং পরের স্বার্থে নিজেকে সমর্পণ করাকেই জীবনের সার্থকতা বলে গণ্য করেন। যারা অকৃতজ্ঞ লোক তারা কখনোই পরের উপকারের কথা স্বীকার করেনা। পক্ষান্তরে নিজে সামান্য উপকার করে থাকলে তাই সাড়ম্বরে প্রচার করে বেড়ায়।

দীঘির জলরাশি থেকেই শৈবালের জন্ম। সেই শৈবালে পরে রাতের অতি ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু। শিশিবের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে দীঘির জলে। তার পরিমাণ এতই সামান্য যে, তা দিয়ে দীঘির জলবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু শৈবাল তার সেই সামান্য দানের কথা সোচ্চার কণ্ঠে প্রচার করে। এই পৃথিবীতে যারা মহানুভব, সদাশয় ব্যক্তি, তাঁদের নীরব দানে পৃথিবীর নিম্ন এবং অভাগন্তরা নিত্য উপকৃত হয়, জীবন পায়। সেই মহানুভব, সদাশয় ব্যক্তির সমাজের প্রাণ। পৃথিবীর স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষ, মানবতার আশা-ভরসার স্থল। জীবন সংকটে বিপন্ন অসহায় মানুষ তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ায় সাহায্যের প্রার্থনায়। আর সে সব সর্বত্যাগী মানুষ তাঁদের জীবন তিলে তিলে দান করে সাধ্যমতো বিপন্নকে করেন উদ্ধার। কিন্তু তাঁদের সেই দান নীরব দান। সে দানে থাকে না কোনো অহঙ্কার, থাকে না বিনিময়ে উপকার লাভের প্রত্যাশা। কিন্তু মানব চরিত্র বড়ই বিচিত্র। সেই মহান উদর হৃদয় ব্যক্তিদের নীরবদানের বিনিময়ে সামান্য উপকার করে কোনো কোনো ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি অসামান্য অহঙ্কারে হয়ে ওঠে স্ফীত। তাদের ঢাকের চোঠে গগন ফাটে। কিন্তু ও আত্মপ্রচার ও আত্মঘোষণার হাস্যকর নিষ্ফলতা বিশ্বের সমক্ষে প্রকটিত হতে বিলম্ব লাগে না। যাঁরা তিল তিল করে নীরবে নিজেদের দান করে পৃথিবীর আর্ত আতুর ও বিপন্নদের রক্ষা করেন, তাঁদের সামান্যতম উপকার যে বিশাল সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ অকিঞ্চিৎকর, তা সেই ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তির কোনো দিনই পারে না উপলব্ধি করতে।

বাস্তব জীবনেও বিচিত্র মানব জগতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। পৃথিবীতে মহৎলোক মাঝেই অজস্র নীরব দানে আমৃত্যু ব্রতী হন। কিন্তু হীনমন্য ব্যক্তির অন্যের দান কেবল অস্বীকার করে না; কাউকে বিন্দু মাত্র উপকার করলে তাও স্বদস্তে মুখে প্রচারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এভাবে অকৃতজ্ঞ ও ক্ষুদ্রমনা লোকের সদস্ত আত্মপ্রচার তাকে অন্যের কাছে কেবল পরিহাস্য করে তোলে না বরং তার ক্ষুদ্র দানের সামান্য মহিমাটুও স্তান হয়ে যায়। অকৃতজ্ঞলোকের বৈশিষ্ট্যই হলো অন্যের উপকারকে অস্বীকার করে নিজের সামান্য দানের প্রচার করা। উপকারীর উপকার স্বীকার করার মধ্যেই উন্নত মানসিকতার প্রকাশ ঘটে।

১৬. “মঙ্গলে করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে”

মানব জীবনে ধন সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ধন সম্পদের প্রকৃত গুরুত্ব নির্ভর করে তার সদ্ব্যবহারের ওপর। ধন সম্পদ যদি অপরিমিত পরিভোগ ও বিপুল বিলাসিতায় ব্যয়িত হয়। তবে অর্থ তার মৌলিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হারায়। অপচয় না করে মানব কল্যাণে ও সামাজিক অগ্রগতিতে ব্যয় করতে পারলেই ধন সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়।

মোহাচ্ছন্ন মানুষ পৃথিবীতে অর্থ সম্পদকে ধন বলে মনে করে। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে একথা সত্য নয়। কারণ প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ চিরস্থায়ী ধন সম্পদ পার্থিব জীবনে ক্ষণস্থায়ী। অর্থ শক্তির বিনাশ আছে, কিন্তু জ্ঞান শক্তির বিনাশ নেই। প্রচুর লাভ করেও আবার পাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়। যা হৃদয়কে পীড়িত করে, যার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে প্রবৃত্তির জন্ম দেয় তা কখনো ধন বলে বিবেচিত হতে পারে না। অর্থ সম্পদ

মানুষকে বিলাসী করে তোলে। বিলাসিতা কোনো দিন ধনের গৌরব অর্জন করতে পারে না। ধন সম্পদের প্রকৃত তাৎপর্য তার সদ্যবহারের সাথেই সম্পৃক্ত। অর্থ বৃত্তের যারা মালিক তারা অনেকেই একথা বোঝেন না। অনেকে নানাভাবে বিপুল বিত্ত বৈভবের মালিক হন। তারা সম্পদ ব্যয় করেন বিপুল বিলাসিতা ও ভোগলালসা চরিতার্থের জন্যে। এ অপব্যয় অর্থের সদ্যবহার নয়। তা ব্যক্তিগত অপরিমিত ফুর্তির খোরাক যোগায় মাত্র, কিন্তু সমাজের কোনো কল্যাণে আসে না। অথচ তাদের ধন সম্পদে রয়েছে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার। যে সমাজে মানুষ নিরন্ন ও নিরাশ্রয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে, সে সমাজে বিলাস ব্যসনে গা ভাসানো অন্যায়। দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে বিলাসিতা এ ক্ষেত্রে সম্পদের অপচয় মাত্র। সামাজিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সম্পদের অপব্যয় কখনো সমর্থন যোগ্য হতে পারে না। ধন সম্পদ মানব কল্যাণে যত বেশি ব্যয় হয়, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো জন্য যত কাজে লাগানো যায়, ততই ধন সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে নতুন নতুন কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে উন্নয়ন সাধন করা হলে, মানুষের জন্যে কাজের পরিসর বৃদ্ধি করা হলে, ধনসম্পদ সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সাফল্য নিয়ে আসে। বস্তুত ভোগ বিলাসিতা ধনকে অপচয়ের পথে নিয়ে যায়। প্রতিটি মানুষকে ধনসম্পদের প্রকৃত ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ধনসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

১৭. শুধাল পথিক সাগর থেকে তুষ্ট হৃদয় তারো চেয়ে গরীয়ান।

মানব জীবনে সম্পদ সীমাবদ্ধ, কিন্তু চাহি অসীম, ফলে মানুষের চিরন্তন পাওয়ার আশা তথা অন্তহীন চাহিদার কারণে চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব সে দিনরাত অসন্তোষে ভোগে। অসীম চাহিদা মানুষকে তাড়া করে ফেলে। তাই সে যতপায় ততচায়। সুখের সান্নিধ্য লাভের জন্যে তার ব্যাকুলতার অন্ত নেই। বিপুল অর্থ সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ অতৃপ্তি ও অসন্তোষের বেদনা নিয়ে দিনযাপন করে। তার যা আছে তা নিয়ে সে তৃপ্ত নয়। অন্তহীন সুখ সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। মনঃতৃপ্তি না থাকলে বিপুল ঐশ্বর্যের মাঝে থেকেও মানুষ দীনতায় ক্রন্দন করে। তিনিই প্রকৃত ধনী যিনি গরিব হয়েও নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সুখী, সাধারণের মতে, পৃথিবীতে যাদের মনিমুক্তা, হীরা পান্না প্রভৃতি রত্নরাজি আছে তারাই ধনবান। অন্যভাবে বলা চলে যারা প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে থাকেন তারাই ধনী। সে হিসেবে সাগর মহাসাগরই সর্বাপেক্ষা ধনবান। কারণ অসীম মহাসমুদ্রের তলদেশে রয়েছে বিপুল রত্নরাজি। তাই সাগর ঐশ্বর্যের কাছে কোনো পার্থিব লোকের সঞ্চিত সম্পদ নিতান্তই তুচ্ছ। অতএব কেবল ধন সম্পদই মানুষের জীবনের একান্ত কাম্য নয়। বিপুল রত্নরাজি মানুষকে শান্তি ও সন্তি কোনোটাই দিতে পারে না। তাই জ্ঞানী লোক তাঁর যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকেন, ফলে জ্ঞানী ও মহতের জীবনে অতৃপ্তির বেদনা কখনোই বাসা বাঁধতে পারে না। মানুষের জীবন পদ্ব পাতার নীরের মতো। অস্থায়ী পৃথিবীতে সে স্বল্প সময়ের জন্যে আসে। আর এই সময়টুকু শান্তিতে কাটাতে পারলেই তার জীবন সফল হতে পারে। আমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে আমরা খুশি থাকলে জীবনে শান্তি আসতে পারে। অনেক কিছু থেকেও না থাকার দুঃখ এবং অনেক পেয়েও না পাওয়ার যন্ত্রণা মানব জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাই সম্পদশালীর জীবন অপেক্ষা তুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির জীবন অধিক তাৎপর্যময় ও গৌরবান্বিত।

অতৃপ্তমনের অধিকারীর কাছে ধন সম্পদের চাহিদা অতিসামান্য। সমুদ্রের সীমাহীন সম্পদও তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাই যে ধন সম্পদের প্রাচুর্য শান্তি বয়ে আনতে পারে না। পার্থিব জীবনে তার কোনো মূল্য নেই।